গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদ, বিক্ষোভে উত্তাল মরক্কো

সারে-জমিন

নাবালিকা গণধর্ষণ কাণ্ডে ৩ জনের যাবজ্জীবন সাজা

রূপসী বাংলা

সংখ্যালঘু শিক্ষার পরিস্থিতি: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য সমাধান

সম্পাদকীয়

ইনজেকশন দেওয়ার পর শিশুরা অসুস্থ হওয়ায় আতঙ্ক

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৮ এপ্রিল, ২০২৫
২৪ চৈত্র ১৪৩১
৯ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আইএসএল: জামশেদপুরকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগান

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 94 ■ Daily APONZONE ■ 8 April 2025 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল ৫০ টাকা, কেন্দ্রকে কটাক্ষ মমতার

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সোমবার জানিয়েছেন, রান্নার গ্যাস বা এলপিজির দাম সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা বাড়িয়েছে বণ্টন সংস্থাগুলি। মন্ত্রী জানান, উজ্জ্বলা ও সাধারণ ক্যাটাগরির গ্রাহকদের জন্য গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। ১৪.২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য ৮০৩ টাকা থেকে বেড়ে ৮৫৩ টাকা এবং উজ্জ্বলা স্কিমের আওতায় ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৫০৩ টাকা থেকে বেড়ে ৫৫৩ টাকা হবে। আগামী ৮ এপ্রিল থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে। রান্নার গ্যাসের দাম ৫০ টাকা বাড়ানো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স-এ লিখেছেন, ‘বাহবা নন্দলাল, হাজার টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল।’ অন্যদিকে, ওষুধের দাম ও এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শিগগিরই রাস্তায় নামতে চলেছে তৃণমূল।

চাকরিচ্যুতদের ‘স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক’ হিসেবে বহাল রাখা হবে

সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করবে রাজ্য সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের স্কুলগুলিতে ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে চরম সঙ্কটে পড়েছেন বাতিল হওয়া যোগ্য ও অযোগ্য উভয় শিক্ষকরাই। স্কুলে পঠনপাঠন শিকেয় ওঠার জোগাড় হওয়ায় প্রবল সমস্যার মুখে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা বিভাগ। সেই পরিস্থিতির নিরসনে সোমবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিচ্যুত স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্যা দূরীকরণে নানা পরিকল্পনার কথা জানান তাদের। আপাতত তারা যাতে প্রকৃতপক্ষে চাকরিচ্যুত না হন তার জন্য বকলমে ‘স্বেচ্ছাসেবী’ শিক্ষক হিসেবে স্কুলের শিক্ষকতায় নিয়োজিত করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। যেহেতু আদালতের রায়ে সরাসরি চাকরি বহাল রাখা বেআইনি হবে, তাই আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া অবধি স্কুলে গিয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ করে দিতে চান চাকরিচ্যুত যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের। তবে, এদিন মমতার বৈঠকে যোগ্য প্রার্থীরা দাবি তোলেন তাদের তালিকা আলাদা করে ঘোষণা করার। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুপ্রিম কোর্টকে স্পষ্ট করতে হবে কে যোগ্য আর কে নয়। সুপ্রিম কোর্টকে বলব আমাদের তালিকা দিন। শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙার অধিকার কারও নেই। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে ব্যাপম কাণ্ডে এত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তারা আজ পর্যন্ত ন্যায়বিচার পায়নি। নিট-এ উঠে এসেছে একাধিক অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্ট পরীক্ষা বাতিল করেনি। কেন বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে? আমরা জানতে চাই। সেজন্য যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকাটা আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে চাইব বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী চাকরিচ্যুতদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, যোগ্যদের চাকরি আমি কাড়ব না। আমি আদালতে যাব। আমি আদালতের ক্ল্যারিফিকেশন নেব। আদালতের নির্দেশ আমরা মেনে চলব। আমাদের রিভিউ পিটিশনও করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সুপ্রিম কোর্ট যদি আমাদের স্পষ্টতা দেয়, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। যদি তা না হয় তবে আমরা একটি উপায় খুঁজে বের করব এবং আপনার পাশে দাঁড়াব। দু’মাস ভুগছেন, ২০ বছর ধরে কষ্ট করতে হবে না। আর ওই দুই মাসের জন্যও আমি ক্ষতিপূরণ দেব। আপনাকে ভিক্ষা করতে হবে না।
মুখ্যমন্ত্রী চলমান পরিস্থিতি নিয়ে নানা পরিকল্পনা যে মাথায় রেখেছেন তা সাফ জানিয়ে দেন। এ নিয়ে বলেন, আমাদের প্ল্যান এ, বি, সি, ডি এবং ই প্রস্তুত আছে। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, ভরসা রাখুন। মাথার উপরে আমরা আছি, কারও প্রতি কোনও অবিচার হবে না। এটা আমি কথা দিয়ে গেলাম। ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা স্বেচ্ছাসেবী পরিষেবা দিতে পারেন। আমি ভলান্টিয়ারির কথা বলছি, কোর্টের কথা মাথায় রেখে। কোর্ট আমাকে বলতেই পারে আমি বাতিল করলাম তুমি কেন যেতে বলছ? কিন্তু ভলান্টিয়ারি সার্ভিস সবাই দিতে পারেন। সরকার তো আপনাদের তাড়িয়ে দেয়নি। তাই এ নিয়ে বুদ্ধি খরচ করতে হবে। তিনি আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পর্যালোচনা পিটিশন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে এবং হাজার হাজার স্কুল পড়ুয়ার ভাগ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাইবে যাদের শিক্ষকরা আদালতের আদেশের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। আগে আমাদের যোগ্যদের পরিস্থিতি ঠিক করতে দিন। আমি আবার ডাকব। বাদ বাকি যারা থাকবেন যাদের অযোগ্য বলা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে দেখব কী এভিডেন্স আছে। আমি আবার ডাকব।
যোগ্য-অযোগ্যর মধ্যে বিভেদ না করার আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে বলেন, আমাদের তদন্তটা করতে দিন। আইনের ধারা অনুযায়ী কাজ করব। কারও চাকরি খাওয়া আমাদের ধর্ম নয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যারা কাজ করছেন, তারা যেন সেইভাবে কাজ করে যান। আর তারা যাতে তাদের পুরনো চাকরি ফিরে পান তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশনে নামজাদা আইনজীবীদের নিয়োজিত করার ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমরা অভিষেক মনু সিংভি এবং কপিল সিব্বলকে জিজ্ঞাসা করছি, প্রশান্ত ভূষণ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক আইনজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করব যারা রাজ্য সরকারের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন এবং যোগ্য প্রার্থীদের হয়ে লড়াই করবেন।

২০২৩-২৪ বর্ষে বিজেপি অনুদান পেয়েছে ২২৪৩ কোটি টাকা

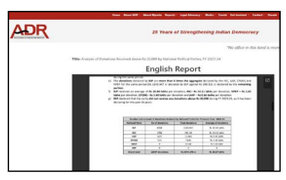

আপনজন ডেস্ক: তথ্য বিশ্লেষক সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রাপ্ত অনুদানের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে জাতীয় দলগুলির ঘোষিত মোট অনুদান ২৫৪৪.২৭৮ কোটি টাকা। তার মধ্যে একা বিজেপি পেয়েছে ২২৪৩.৯৪৭ কোটি টাকা। বিজেপি এই অনুদান দাতাদের সংখ্যা ৮,৩৫৮টি। বিজেপির মোট অনুদানের পরিমাণ কংগ্রেস, আপ, এনপিইপি এবং সিপিআই (এম) ঘোষিত অনুদানের চেয়ে প্রায় ছগুণ বেশি। এডিআর-এর তথ্য মতে কংগ্রেসের অনুদান প্রাপ্তির পরিমাণ ২৮১.৪৮ কোটি টাকা। আর এই অনুদান দাতাদের সংখ্যা ১,৯৯৪টি। কংগ্রেস ছাড়া অন্য যেসব দল অনুদান পেয়েছে তা হল, আপ ১১.০৬২ কোটি টাকা, সিপিআইএম ৭.৬৪১ কোটি টাকা, এসপিইপি ০.১৪৮ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত ২০,০০০ টাকার বেশি অনুদান সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করে এডিআর। সেগুলি অবশ্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) কাছে দলগুলির তথ্য জমা দেওয়া বিবরণ অনুসারে।

মধ্যপ্রদেশে ২৭% ওবিসি সংরক্ষণ বহালের নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে জোর ধাক্কা খেল বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ সরকার। মধ্যপ্রদেশের পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের ওবিসিদের ২৭% সংরক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্তের পথ এখন প্রশস্ত করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট ইয়ুথ ফর ইকুয়ালিটির দায়ের করা একটি আবেদনের নিষ্পত্তি করেছে। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে তার আদেশে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ওবিসি সংরক্ষণে কোনও বাধা নেই। ফলে, মধ্যপ্রদেশে ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ বাস্তবায়নে আর কোনও বাধা থাকল না। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনে পূর্ববর্তী কমলনাথ সরকারের ওবিসি সম্প্রদায়কে ২৭% সংরক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক আবেদনগুলি খারিজ করার পর, ৭৫টি আবেদনই সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরিত হয়। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট সম্প্রতি ওবিসি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদনটিকে অর্থহীন মনে করে খারিজ করে দিয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী আদালতকে বলেছিলেন যে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, মধ্যপ্রদেশে ওবিসি জনসংখ্যা ৫০.৯%, যেখানে তফসিলি উপজাতি ২১.১৪% এবং মুসলিম সম্প্রদায় ৩.৭%। তা সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য মাত্র ১৪ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, যেখানে তফসিলি জাতিদের জন্য ১৬ শতাংশ এবং তপশিলি জাতিদের জন্য ২০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে ২০১৮ সালে ওবিসি সংরক্ষণ ১৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ। কিন্তু কমলনাথ সরকারের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে একাধিক পিটিশন দাখিল করা হয়। এর পাশাপাশি, ওবিসি সংরক্ষণ বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ করার সমর্থনে পিটিশনও দাখিল করা হয়েছিল।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ▪ বিড়লাপুর রোড ▪ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ▪ ফলতা ▪ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years) কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি | বেলুন সার্জারী | পেশমেকার

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল

ক্যাথ ল্যাব
অ্যাঞ্জিওগ্রাম

সহরার হাট • ফলতা • দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

ওপেন হার্ট সার্জারি

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

ADMISSION FAIR
১৩ এপ্রিল, রবিবার
২৭ এপ্রিল, রবিবার

একই সঙ্গে কুরআন, দ্বীন এবং জেনারেল শিক্ষা অর্জন করতে চাও?
তাহলে এসো দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজে

DMC
DEENIYAT MUALLIMA COLLEGE
EDUCATION • ENLIGHTENMENT • EMPOWERMENT

যোগ্যতা
✓ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ।

Δ REQUIRED DOCUMENTS:
✓ ADMIT CARD (ORIGINAL+XEROX)
✓ RESULT (ORIGINAL+XEROX)
✓ AADHAR CARD (ORIGINAL+XEROX)
✓ PASSPORT SIZE PHOTO (4 COPY)
* যারা ২০২৫- এ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে, তাদের ADMIT CARD ও AADHAR CARD আনতে হবে।

সময়
সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত
মুন্সিডাঙ্গা, (সাঁতরাগাছি গড়পা বাস স্ট্যান্ড, বাঁকড়া হাওড়া -711403
8961467050 7003387332
বি. দ্র: বাবা - মা এবং ক্যান্ডিডেটকে আসতে হবে।

প্রথম নজর

বেগুনকোদর রাস মন্দিরের সংস্কার শুরু হবে শীঘ্রই

জয়প্রকাশ কুইরী ● পুরুলিয়া

আপনজন: প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী রাস মন্দির বেগুনকোদর । শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রচার, প্রসার ও পুজো অর্চনা হয়ে আসছে বছরের পর বছর । তবে দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরটির কোন রকমভাবে সংস্কার না হওয়ায় মন্দিরের বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরে গিয়েছে । এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল মন্দিরের সংস্কার কার্য । গত বছর রাস উৎসবের শুভ সূচনা করতে এসে বেগুনকোদর রাস মন্দিরের জরাজীর্ণ অবস্থার কথা জানতে পেরে পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া ও পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো আশ্বাস দিয়েছিলেন দ্রুত সংস্কারের । অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী বেগুনকোদর রাস মন্দিরের সংস্কার কার্য শুরু হতে চলেছে খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে । আর এবিষয়ে রাস মন্দিরের বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হয়েছে নোটিশ । তাতে লেখা রয়েছে ১৬ তারিখ থেকে উক্ত স্থানে কোন রকম বাজার না বসার ।

নিমতলা ঘাটে অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার বালির নিমতলায় গঙ্গায় ভেসে উঠলো এক ব্যক্তির দেহ। সোমবার সাতসকালে ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বালি ব্রিজের পাশেই বালির নিমতলা গঙ্গার ঘাটে এদিন দেহটি উদ্ধার হয়। ওই ব্যক্তির পরনে ছিল হাফপ্যান্ট ও সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালি থানার পুলিশ। রিভার ট্রাফিক পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছে। ওই ব্যক্তি স্থানীয় কিনা তারও খোঁজ চলছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।
প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে গঙ্গায় জোয়ারের জলে ভেসে এসেছে দেহটি।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কলকাতায় সরব সিপিডিআরএস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ইসরায়েল প্রশাসনের দ্বারা প্যালেস্টাইনের গাজায় সংগঠিত গণহত্যার বিরুদ্ধে সোমবার কলকাতার হাজরা মোড়ে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস প্রতিবাদ কর্মসূচী সংগঠিত করে। এখনো পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১লক্ষ৭০হাজার প্যালেস্টাইন জনসাধারণ গুরুতর আহত ও ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এদিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন সিপিডিআরএস সর্বভারতীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক বলেন "এপর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী,মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতে গাজায় ধারাবাহিকভাবে গণহত্যা ঘটিয়ে ইসরায়েল প্রায় ৭০ হাজার মানুষ নিহত করেছে। এর অধিকাংশই নারী ও শিশু। সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের ধারণাকে ধুলিস্যাৎ করে অসভ্যের বর্বর উল্লাস চলতে দেওয়া যায় না। সিপিডিআরএস মনে করে, মানবতা যখন আক্রান্ত নীরবতা তখন অপরাধ। আমরা এই বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।"
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আমিনুদ্দিন সেখ ও অধ্যাপক সেরিফ হোসেন পুরকাইত।

বাড়ির অমতে বিয়ে করা অন্তঃসত্ত্বার রহস্যমৃত্যু

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার মুস্তাপুর গ্রামে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক তরুণ গৃহবধূর। মৃতার নাম রিয়া পণ্ডিত (২০)। জানা গিয়েছে, তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তিনি। শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তাঁর নিথর দেহ। ঘটনাটি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই রিয়ার স্বামী অর্জুন পণ্ডিত ও শাশুড়ি কল্পনা পণ্ডিত পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে কাটোয়া থানার পুলিশ।
মৃতার বাবা, মূলগ্রামের বাসিন্দা ও পেশায় দিনমজুর ভণ্ডুল পণ্ডিত, থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, রিয়াকে মারধর করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "জামাই ও তার পরিবার বারবার টাকার জন্য চাপ দিত। দিতে না পারায় মেয়েকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করত।" জানা গিয়েছে, ফোনে আলাপ থেকে রিয়া ও অর্জুনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। পরিবারের অমতে বিয়ে করেন তাঁরা। প্রথমদিকে সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকলেও পরে রিয়ার বাপের বাড়ির লোকজন মেনে নেন সেই বিয়ে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক চাহিদা ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠতে থাকে।
শনিবার সন্ধ্যায় রিয়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর আসে তিনি অসুস্থ। কিন্তু পরিবারের লোকজন সেখানে গিয়ে দেখেন, বারান্দায় পড়ে রয়েছে রিয়ার নিথর দেহ, আর ঘরের সিলিং ফ্যানে ঝুলছে একটি ওড়না।
অন্যদিকে, মৃতার শ্বশুর দাবি করেছেন, রিয়া আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

ইকো পার্কে নাবালিকা গণধর্ষণ কাণ্ডে ৩ জনের যাবজ্জীবন সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: নাবালিকা যৌন নিগ্রহ ও গণ ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিলেন বারাসত জেলা পক্স আদালতের বিচারক।
১৮/০৭/২০২২ সালে, নিউটাউন ইকো পার্ক এলাকায় ওই নাবালিকা এবং তার নাবালক বন্ধু সাইকেল করে ঘুরতে যায়।সেই সময় তিন যুবক তাদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে পাশে একটি নির্মীয়মান বিল্ডিং এ নিয়ে গিয়ে নাবালকে মারধর এবং নাবালিকাকে একে একে যৌন হেনস্থা করে।এর পরে সুযোগ বুঝে ঐ নাবালক এবং নাবালিকা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির কাছে থেকে ফোন নিয়ে বাড়িতে ফোন করে গোটা ঘটনা জানায়। ইকো পার্ক থানায় পরিবারের লোক, ওই তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ

দায়ের করে। তদন্তে নেমে ইকো পার্ক থানা সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই দিন মধ্যরাতে গ্রেফতার করা হয় বুদো ওরফে শাহাজাহান আলী, সুরাজ ওরফে রকিবউদ্দিন মণ্ডল এবং বাবু ওরফে জামিরুল মণ্ডলকে।গত শনিবার তিন অভিযুক্ত কে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। আজ দোষীদের আদালতে তোলার সময় পরিবারের সদস্যরা সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা দেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এবং সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে। তিন জন দোষীকে সোমবার সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদন্ড সাজা এবং প্রত্যেকের পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত এক বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বারাসত জেলা পক্স আদালতের বিচারক।

দমদমে মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের সামনে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দমদম

আপনজন: আবারো তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। এবার ঘটনাস্থল দমদম - কাশিপুর এলাকা ।কলকাতা পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ড। কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ তারা দুজনে সোমবার সন্ধ্যায় একটি ২৮ কোটি টাকা ব্যয় করা ড্রেনেজ তৈরীর কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সেখানে গিয়েছিলেন। তবে তাদের সামনেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। মারপিট হাতাহাতি ধস্তাধস্তি পরিস্থিতি তৈরি হয়। যা সামলাতে হিমশিম খান মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র এর নিরাপত্তা রক্ষীরা। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় থানাও। তার অফিসাররাও দুপক্ষকে সামাল দিতে রীতিমত বেগ পান। মে আ

ফিরহাদ হাকিম এবং ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ এগিয়ে এসে দুপক্ষকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করেন। শুরু হয় স্লোগান এবং পাল্টা স্লোগান।দমদমে ফিরহাদের সামনেই রক্তারক্তি। কলকাতা পুরসভার স্থানীয় ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঙ্গে বিধায়ক ও ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের ঘনিষ্ঠদের সংঘর্ষ হয়। একজনের মাথা ফেটে যায়। রক্ত বের হতে থাকে। পরে নিরাপত্তা রক্ষীরা ও তৃণমূলের কর্মীরা হাতে হাত ধরে শিকল করে মঞ্চ অব্দি মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রকে নিয়ে যান। প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর এই সংঘর্ষে নিন্দার ঝড় বইছে।

ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক সওবান সিদ্দিকীর

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: ওয়াকফ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী। তিনি সংশোধিত নয়া ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে সবাইকে দল-মত-মসলক ইত্যাদি ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।
রবিবার রাতে বনগাঁর মতিগঞ্জে অনুষ্ঠিতব্য ৮১তম ঐতিহাসিক ঈসালে সাওয়াব অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময়ে তিনি ওই আহ্বান জানান।
তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে আল্লাহ্‌র সম্পত্তি হেফাজতের জন্য জীবন দেওয়ার জন্য তৈরি থাকার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান।
পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি, কারও বাবার সম্পত্তি নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পদ। তিনি জাতীয়

নাগরিক পঞ্জি 'এনআরসি', সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন 'সিএএ' এবং জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি 'এনপিআর'-এর প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, এসবের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ছিল নাগরিকত্বের, অস্তিত্বের লড়াই। কিন্তু ওয়াকফ সম্পত্তি বেদখল করার করার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন হল ঈমানের অস্তিত্বের লড়াই।
তিনি উপস্থিত বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে সাফ বলেন, শরীয়তের উপর আঘাত এলে, দ্বীনের উপর আঘাত আসলে, তার বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হতে হবে। মুসলিমদের ঐক্যের উপর জোর দিয়ে তাবলীগ, বেরেলি, আহলে হাদীস, জামাতে ইসলামী, ফুরফুরা ইত্যাদি যার সঙ্গেই যুক্ত থাকুন না কেন, কওমের স্বার্থে 'মসলক যার যার, ইসলাম সবার' এই ঐক্যমঞ্চে থাকতে হবে বলেও মন্তব্য করেন পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী।

বারুইপুরের পেয়ারা জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় চাষিরা উপকৃত হবে: বিমান

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: জয়নগরের মোয়ার পরে এ বার জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন)তকমা পেল বারুইপুরের পেয়ারা।
বারুইপুরের পেয়ারা অতুলনীয় এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর।এবার বারুইপুরের পেয়ারা জি আই তকমার পেল। ইতিমধ্যেই বারুইপুরের পেয়ারা দেশ বিদেশে রফতানির ফলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।
জি আই তকমা পাওয়ার পরে এই পেয়ারার চাহিদা আরও বাড়বে এবং পেয়ারা চাষের সঙ্গে যুক্ত চাষিরা ভাল দাম পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বাংলায় বহু পণ্য জিআই তকমা পেয়েছে। তাতে নতুন করে যোগ হল আরও সাতটি পণ্য।
সেগুলি হল বাংলার নলেন গুড়ের

সন্দেশ,কামার পুকুরের সাদা বোঁদে, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, বিষ্ণুপুরের মতিচুরের লাড্ডু,রাঁধুনিপাগল চাল, বারুইপুরের পেয়ারা এবং মালদহের নিস্তারি সিল্ক সুতো। রাধুনী পাগল চালের জন্য জিআই আবেদন করে দক্ষিণ ২৪পরগনার নরেন্দ্রপুর স্টেট এগ্রিকালচার ম্যানেজমেন্ট এন্ড এক্সটেনশন ইনস্টিটিউট। কৃষি পণ্যের বিভাগে এই পণ্যের আবেদন করে তাঁরা।
বারুইপুর ফেমাস প্রসিডিওর কোম্পানির তরফ থেকে বারুইপুরের পেয়ারার আবেদন করা হয়েছিল।
রাজ্যের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের অন্যতম সংগঠন মিষ্টি উদ্যোগের তরফে জি আইয়ের আবেদন করা হয় কামারপুকুরের সাদা বোঁদে, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, বিষ্ণুপুরের মতিচুরের লাড্ডু এবং বাংলার নলেন গুড়ের সন্দেশের জন্য।
মালদহ সিল্ক ইয়ার্ন প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন আবেদন জানায় তাদের নিজস্ব রেশন সুতোর জিআই স্বীকৃতির জন্য। সব মিলিয়ে রাজ্যে মোট ৩৫টি পণ্যের ঝুলিতে এলো এই বিশেষ স্বীকৃতি। আর বারুইপুরের পেয়ারা জি আই স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি বারুইপুরের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বলেন, এতে পেয়ারার সাথে যুক্ত মানুষ জন আরও উপকৃত হবে এবং পেয়ারা বিশ্বের বাজারে আলাদা জায়গা করে নেবে।

যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি দেওয়ার দাবি জানাল আইএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে এসএসসি'র চাকরিহারা প্রার্থীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।
এক বিবৃতিতে আইএসএফের তরফে বলা হয়েছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সোমবার কলকাতায় এসএসসি পরীক্ষার যোগ্য প্রার্থীদের নিয়ে একটি বৈঠক করলেন।
দেখাতে চাইলেন তিনি দরদী চাকরিহারাদের জন্য। কিন্তু এত কিছু না করে আদালত যখন বারবার জানতে চাইছিল কে যোগ্য আর কেই বা অযোগ্য, সেটা নির্ণয় করে দিতে, তখন যারা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে বা অন্য অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছে, তাদের তালিকা আদালতে দিয়ে দিলেই তো কাজ হয়ে যেত। তাহলে এত হাজার, হাজার ছেলেমেয়ে যে অপরিসীম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন, সেই বিষয়টি আদৌ হত

না। তাহলে সেই তালিকা দেওয়া হল না কেন? আইএসএফের অভিযোগ, পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির খেসারত দিতে হচ্ছে এখনএই ছেলেমেয়েদের। আইএসএফ আরও বলেছে, মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারা শিক্ষকদের বলছেন, স্কুলে গিয়ে স্বেচ্ছায় কাজ করুন। এটা শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করারও অপচেষ্টা বলে মনে করে আইএসএফ। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করার কথা বলায় তারও সমালোচনা করে আইএসএফ। আইএসএফের অভিযোগ, এর ফলে রাজ্য কোষাগারের অর্থের অপচয় ও আদালতের সময় অপচয় হবে। যদিও আইএসএফর দাবি, যোগ্যদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সেই সঙ্গে তারা প্রশ্ন তুলেছে, যে পর্ষদের আওতায় এই ভয়ঙ্কর দুর্নীতি হল, সেই সংস্থাটি স্বচ্ছতার সঙ্গে কি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে? এর বিরুদ্ধে দূর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার বলে জানায় আইএসএফ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

অভিজিৎ হাজরা ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: সোমবার ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। প্রতিটি কর্মদিবসের মতো এদিনওবাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন সক্রিয়তা ভিত্তিক স্বাস্থ্য দিবস এর বিশেষ কর্মসূচী পালিত হল। প্রার্থনায় সমবেত স্বাস্থ্য বিধান গান, মিড ডে মিল খাওয়ায় আগে হাত ধোয়ার গান ও তার পদ্ধতি সহ হাত ধুয়ে মিড ডে মিল গ্রহণ ,প্রার্থনার লাইনেই প্রতিদিনকার মত প্রতিটি শিশুর হাত, নখ, চুল আঁচড়ানো, মুখ পরিষ্কার, পোশাক পরিষ্কার দেখে স্বচ্ছতা নিরীক্ষণ বোর্ডের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করন।হ্যান্ড ওয়াশিং চ্যালেঞ্জ ডে ৬০দিন - একটি নির্দিষ্ট দিনকে হ্যান্ড ওয়াশিং স্টার্টিং ডে হিসাবে ধরে তার পরবর্তী প্রতিটি হ্যান্ড ওয়াশ দিনকে অতিক্রম করে ৬০ দিনের পথে এগিয়ে চলা,সেই জন্য প্রতিদিন মিড ডে মিল গ্রহণ এর আগে হ্যান্ড ওয়াশ করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এর এই সামগ্রিক কর্মসূচি শিশু সংসদের শিশুদের নিয়ে করল শিশু সংসদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী রোশনি পারভিন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রক্তদানের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি সুদৃঢ় হয়: বেচারাম মান্না

শেখ সিরাজ ● হুগলি

আপনজন: হানা গ্রামে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কেন্দ্রে রক্তদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের পঞ্চায়েত তথা কৃষি বিপনন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন- সান্ধ্যকালীন রক্তদান হরিপাল থানায় এই প্রথম । আজ ৬ ই এপ্রিল রামনবমীর দিনে চারিদিকে যখন ধর্মীয় উন্মাদনা তখন হরিপালের এক প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষের জীবন দানের জন্য এই রক্তদান শিবির একটা মহৎ কাজ। বেচারামবাবু বলেন, এই রক্তদান মহৎদান। একজনের রক্ত অপরজনকে বাঁচিয়ে তোলে। রক্তদান শরীরে ক্ষতি করে না। একজন সক্ষম ও সুস্থ ব্যক্তি বছরে চারবার রক্তদান করতে পারেন। আমাদের শরীরের এক বোতল রক্ত তিনটি মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। রক্তদান সম্প্রীতির উদাহরণ। রক্তদানের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি সুদৃঢ় হয়। রক্তদানের মধ্য দিয়ে এক ধরনের মানুষ অন্য ধর্মকে বাঁচিয়ে তোলে।

নির্দেশিকা ছাড়াই পুরনো মিটারের বদলে স্মার্ট মিটার বসানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় নির্দেশিকা ছাড়াই পুরনো মিটারের বদলে বসানো হচ্ছে স্মার্ট মিটার, এমন অভিযোগ উঠল। শেষ হয়ে যাচ্ছে হু হু করে রিচার্জ, প্রতিবাদে বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ গ্রাহকদের। নির্দেশিকা ছাড়াই বাড়িতে পাল্টানো হয়েছে ইলেকট্রিক মিটার। নতুন স্মার্ট মিটারে কিভাবে বিদ্যুৎ বিল আসছে বুঝে উঠতে পারছেন না গ্রাহকরা। একাধিকবার দপ্তরে জানিয়ে কোন লাভ হয়নি।
অবশেষে বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ গ্রাহকদের। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর ডাকঘর বিদ্যুৎ অফিসের। গোটা শান্তিপুর এলাকা জুড়ে কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় বিদ্যুৎ মিটার পরিবর্তনের কাজ। গ্রাহকদের অভিযোগ তাদের এ বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে কোন নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। হঠাৎ করে বাড়িতে কয়েকজন এসে তাদের মিটার বদল করে চলে যায়। এরপরেই শুরু হয় বিভিন্ন সমস্যা। স্মার্ট মিটারের নিয়ম অনুযায়ী মোবাইল রিচার্জ এর মত আগে টাকা রিচার্জ করতে হবে। ন্যূনতম রিচার্জের পরিমাণ ১০০ টাকা। সেই ১০০ টাকা রিচার্জ করলে কখনো দেখা যাচ্ছে এক ঘন্টার মধ্যে রিচার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কত বিদ্যুৎ ব্যয় হলো আর কি হিসাবে টাকা কাটছে সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না গ্রাহকরা। অবশেষে কোন উপায় না পেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে এসে বিদ্যুৎ দপ্তরের ম্যানেজারের কাছে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।
তাদের দাবি, অবিলম্বে পুরনো যে মিটার ছিল সেই মিটার চালু করতে হবে। এ বিষয়ে শান্তিপুর বিদ্যুৎ স্টেশন ম্যানেজার মানিক তপন কুমার সাঁতরা বলেন, সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ দপ্তরে নিয়ম অনুযায়ী মিটার পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে যে সমস্যার কথা গ্রাহকরা বলছেন সেই সমস্যার কথা আমরা ইতিমধ্যেই উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তারা যে সিদ্ধান্ত এবং যে নির্দেশিকা জারি করবে সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করবো।

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্র যুব মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ওয়াকফ বিল ২০২৫ প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্র যুব সমাজের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল মুর্শিদাবাদের সুতির অরঙ্গাবাদে। সোমবার বিকেলে সুতির ব্যাঙডুবি মোড় থেকে অরঙ্গাবাদ হয়ে বিশ্বাস মোড় পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ছাত্র যুব সমাজের উদ্যোগে ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এদিন এই বিক্ষোভ মিছিলে কয়েক হাজার ছাত্র যুব সমাজের যুববিন্দরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে অবিলম্বে লোকসভা ও রাজ্য সভায় পাস হওয়া ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রথম নজর

তাজিকিস্তানে নতুন বিধান, বেআইনি বিদ্যুৎ ব্যবহারে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: তাজিকিস্তানে বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান চালু করা হয়েছে। পানির ঘাটতির কারণে দীর্ঘস্থায়ী জ্বালানি সংকট আরো তীব্র হওয়ায় মধ্য এশীয় দরিদ্র দেশটি এ পদক্ষেপ নিল। তাজিকিস্তানের জ্বালানি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় শনিবার ‘বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ফৌজদারি দায়’ আরোপের ব্যবস্থা ঘোষণা করে। সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকা গণমাধ্যম বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও সোমবার এটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়। দেশটির জরাজীর্ণ জ্বালানি অবকাঠামো ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাওয়ায় প্রতি বছর ছয় মাস ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহারে বিধি-নিষেধ থাকে।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যারা বিদ্যুৎ মিটার সরিয়ে ফেলবে বা বাইপাস করবে, তাদের ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র তাজিকিস্তান ১৯৯২ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট এমোমালি রাখমনের শাসনে রয়েছে। সাবেক এই রাষ্ট্রীয় খামার ব্যবস্থাপক দীর্ঘদিন ধরে কঠোর হাতে দেশ চালাচ্ছেন। এর আগে এপ্রিলের শুরুতে দেশটির বিচারমন্ত্রী রুস্তম শোয়েমুরোদ বলেন, মিটারের হিসাব বিকৃত করা বা তা এড়িয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ‘দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে’। দেশটির বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৯৫ শতাংশ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল, যার জন্য পানির সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পানির ঘাটতির কারণে দীর্ঘদিন ধরেই নিয়মিত বিদ্যুৎবিভ্রাট চলছে। গত মার্চে প্রেসিডেন্ট রাখমন বিদ্যুতের অযৌক্তিক ব্যবহারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মধ্য এশিয়ার এই দেশে যেখানে গড় মাসিক আয় ২৪০ মার্কিন ডলারেরও কম, সেখানে বিদ্যুৎ অপচয় পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। এই সংকট নিরসনে রাখমন বৃহৎ রগুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ওপর জোর দিচ্ছেন। সোভিয়েত আমলে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে প্রথম এই প্রকল্পের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও নব্বইয়ের দশকে তাজিকিস্তানের গৃহযুদ্ধের কারণে তা পিছিয়ে পড়ে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেওয়ায় ব্রিটেনে প্রতিদিন ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার!

আপনজন ডেস্ক: সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেওয়ায় যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার মানুষকে আটক এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দেশটির পুলিশ। ‘হুমকিস্বরূপ বা আপত্তিকর বলে মনে করা অনলাইন পোস্টের’ জন্য তাদের আটক এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে দাবি। এক পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে দ্য টাইমস এ খবর জানিয়েছে। গত শুক্রবার (৪ এপ্রিল) প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০০৩ সালের ‘যোগাযোগ আইনের ১২৭ ধারা’ এবং ১৯৮৮ সালের ‘ক্ষতিকারক যোগাযোগ আইনের ১ ধারা’র অধীনে কর্মকর্তারা বছরে প্রায় ১২ হাজার জনকে গ্রেপ্তার করেন। এই ব্রিটিশ আইনগুলো ‘গুরুতর আপত্তিকর’ বার্তা অথবা ইলেকট্রনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ‘অশ্লীল, বা হুমকিমূলক’ বিষয়বস্তু শেয়ার করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। এর অধীনে শুধুমাত্র ২০২৩ সালেই পুলিশ বাহিনী ১২ হাজার ১৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। এই পরিসংখ্যান বলে, প্রতিদিন প্রায় ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। টাইমস জানিয়েছে, এটি ২০১৯ সালের তুলনায় ৫৮ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ এই গ্রেপ্তার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিসংখ্যান জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে। নাগরিক স্বাধীনতা গোষ্ঠীগুলো ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ইন্টারনেটের ওপর অতিরিক্ত নজরদারি চালানো এবং যোগাযোগ আইন ‘অস্পষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে বাকস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ’ করার অভিযোগ তুলেছে।
দ্য টাইমস ভুক্তভোগীদের ঘটনাও উল্লেখ করেছে। বিশেষ করে, ম্যাক্সি অ্যালেন এবং রোজালিন্ড লেভিন নামের দম্পতি গত ২৯ জানুয়ারি তাদের মেয়েদের স্কুলের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এরপর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ছয় জন ইউনিফর্মধারী অফিসার তাদের বাড়িতে এসে ছোট সন্তানের সামনে তাদের আটক করে এবং থানায় নিয়ে যায়। এই দম্পতিকে হয়রানি, বিদ্বেষপূর্ণ যোগাযোগ এবং স্কুলের সম্পত্তিতে ঝামেলা সৃষ্টির সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছিল, তল্লাশি করা হয়েছিল এবং আট ঘণ্টা ধরে একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়েছিল।

গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদ

বিক্ষোভে উত্তাল মরক্কো

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে হাজার হাজার মানুষ সমাবেশ করেছেন। রোববার (৬ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা ইসরায়েলের নৃশংসতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের তীব্র নিন্দা জানান। খবর আলজাজিরার।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগত কয়েক মাসের মধ্যে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত সবচেয়ে বড় বিক্ষোভগুলোর একটি এটি। এদিন দেশটির রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে ঢল নামে বিক্ষোভকারীদের। তারা ইসরায়েলের পতাকা পদদলিত করেন। তারা হামলায় নিহত হামাস নেতাদের ছবি সম্বলিত ব্যানার বহন করেন। এ ছাড়া বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের ছবির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি যুক্ত করে বানানো ক্ষোভের পোস্টারও বহন করেন।
গত মাসে ইসরায়েলের তীব্র বিমান ও স্থল হামলার শুরু করলে নতুন করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এতে এক হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হন এবং লক্ষাধিক মানুষ নতুন করে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। মরক্কোর বিক্ষোভকারীরা এসব হামলার তীব্র নিন্দা জানান।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৫০ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষ।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকাজুড়ে একই রকম বিক্ষোভ হয়েছে। এসব বিক্ষোভের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি ও ইসরায়েলের প্রতি নিন্দা জানানো হয়েছে।
বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কেননা, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা পুনর্গঠনের জন্য উপত্যকাটি থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক স্থানান্তরের প্রস্তাব দিয়েছেন। আরব দেশগুলো এই পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছেন। অধিকার গোষ্ঠীগুলো একে জাতিগত নির্মূলের পরিকল্পনা বলেও অভিহিত করেছে।

হাই অ্যালার্টে ইরানের সেনাবাহিনী, আরব দেশগুলোর কাছে নোটিশ জারি: রিপোর্ট

আপনজন ডেস্ক: তেহরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির নির্দেশে দেশটির সশস্ত্র বাহিনীকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। রয়টার্সকে একজন ইরানি কর্মকর্তা এ কথা জানিয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, তুরস্ক এবং বাহরাইনের কাছে একটি নোটিশ জারি করেছে ইরান। নোটিশে ইরানের ওপর মার্কিন হামলায় যে কোনো সমর্থন, বিশেষ করে যদি হামলার সময় মার্কিন সামরিক বাহিনী তাদের আকাশসীমা বা ভূখণ্ড ব্যবহার করে, তা শত্রুতামূলক আচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে।
কর্মকর্তা বলেন, এই ধরনের কাজ ‘তাদের জন্য গুরুতর পরিণতি বয়ে আনবে।’ রয়টার্স ওই কর্মকর্তার বরাতে জানিয়েছে, ইরান পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেছে, তবে দীর্ঘদিনের চ্যানেল ওমানের মাধ্যমে পরোক্ষ আলোচনা চালিয়ে যেতে চায়। তিনি বলেন, পরোক্ষ আলোচনা ইরানের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে ওয়াশিংটনের গুরুত্ব মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়।
গত ৭ মার্চ ট্রাম্প বলেন, তিনি খামেনির কাছে আলোচনার জন্য একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। ৩০ মার্চ, আমেরিকান নেতা হুমকি দেন, আলোচনা ব্যর্থ হলে দুই সপ্তাহের মধ্যে ইরানের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলে তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে অভূতপূর্ব বোমা হামলার হুমকিও দেন।
জবাবে খামেনি বলেন, তিনি মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করেন না। তবে সতর্ক করে দিয়েছেন, ইরানে অস্থিরতা উস্কে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো প্রচেষ্টা চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করা হবে।

ইসরায়েলের কারাগারে ‘অপুষ্টিতে’ ফিলিস্তিনি কিশোরের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের একটি কারাগারে অপুষ্টিজনিত কারণে প্রাণ হারিয়েছে ১৭ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি কিশোর ওয়ালিদ খালিদ আহমেদ। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। প্যালেস্টাইন প্রিজনারস সোসাইটি (পিপিএস) জানায়, ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এই প্রথম কোনো কিশোর বন্দির মৃত্যু হলো। গত ২২ মার্চ ইসরায়েলের মেগিদো কারাগারে ওয়ালিদের মৃত্যু হয়।
২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে রামাল্লার নিজ বাড়ি থেকে ইসরায়েলি সেনারা তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার বিরুদ্ধে পাথর নিক্ষেপ ও ককটেল ছোড়ার অভিযোগ আনা হলেও পরিবার এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পিপিএস আরও জানিয়েছে, ওয়ালিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অভিযোগ গঠন করা হয়নি এবং তার মামলার শুনানি বারবার পেছানো হয়েছে।
মৃত্যুর পাঁচ দিন পর তেল আবিবের আবু কবির ফরেনসিক ইনস্টিটিউটে ওয়ালিদের ময়নাতদন্ত করা হয়। সেই রিপোর্টের একটি অনুলিপি পরিবারের হাতে রয়েছে, যা তারা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সিএনএনকে সরবরাহ করেছে। এ ঘটনায় মন্তব্য জানতে ইসরায়েলের নিরাপত্তা বিভাগ, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনো পক্ষই তাৎক্ষণিক সাড়া দেয়নি। আইন মন্ত্রণালয় পরে কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেয়।

আল-আকসা মসজিদে পাঁচ শতাধিক ইসরায়েলির ‘তাণ্ডব’

আপনজন ডেস্ক: অধিকৃত পশ্চিম জেরুজেলামের আল-আকসা মসজিদের কমপ্লেক্সে রোববার (৬ এপ্রিল) পাঁচ শতাধিক অবৈধ ইসরায়েলি বসতি তাণ্ডব চালিয়েছে। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে সৌদি গেজেট।
এক বিবৃতিতে জেরুজালেমের গভর্নরেট এই হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছে। তারা জানিয়েছে, ইসরায়েলি পুলিশ বাহিনীর ভারী উপস্থিতিতে এই তাণ্ডব হয়েছে। ইহুদি বসতিরা সেখানে প্রবেশের সময় মসজিদের কমপ্লেক্সে ইসরায়েলি পুলিশ মোতায়েন ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ১২ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহব্যাপী ইহুদি পাসওভার ছুটির আগে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা তাদের উস্কানি কার্যকলাপ তীব্র করেছে।
ফিলিস্তিনের আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলছে, গত মাসে আল-আকসা মসজিদে ২১বার ‘তাণ্ডব’ চালানো হয়েছে।
জেরুজালেমের প্রশাসন জানিয়েছে, ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকেই মসজিদের কমপ্লেক্সে ১৩ হাজার ৬৪ ইহুদি বসতি অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৩ সাল থেকে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ইহুদি বসতিদের প্রায় প্রতিনিয়ত মসজিদ কমপ্লেক্সে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছে।

পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে সাধারণ ধর্মঘট

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরের রাস্তাগুলো সোমবার ছিল জনমানবশূন্য। বন্ধ ছিল দোকানপাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি অফিস। গাজায় চলমান যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ফিলিস্তিনিরা এই সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। এএফপি এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকে ইসরায়েল দখল করে রাখা পশ্চিম তীরজুড়ে দোকান, স্কুল ও বেশির ভাগ সরকারি প্রশাসনিক কার্যালয় এদিন বন্ধ ছিল। ফিলিস্তিনের বেথলেহেম শহরের দোকানদার ফাদি সাদি এএফপিকে বলেন, ‘আজ পুরো শহর ঘুরে দেখেছি, একটি দোকানও খোলা পাইনি।’ ফাতাহ, হামাসসহ বিভিন্ন ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর একটি জোট এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। তারা বলেছে, ‘আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও চলমান হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদেই এই ধর্মঘট।’ এই ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছে ‘অধিকৃত সব ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড, শরণার্থীশিবির ও আমাদের সংগ্রামে সংহতি জানানো সব জায়গায়’। চলতি বছরের ১৮ মার্চ হামাসের সঙ্গে প্রায় দুই মাসের যুদ্ধবিরতি ভেঙে গাজায় ফের বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। তার পর থেকে প্রতিদিনই সেখানে নিহত হচ্ছে বহু ফিলিস্তিনি।
জেরুজালেমের ওল্ড সিটির এক স্যুভেনির দোকানের মালিক ৬৮ বছর বয়সী ইমাদ সালমান বলেন, ‘আজ আমরা গাজার পরিবার, আমাদের সন্তানদের কথা ভেবে দোকান বন্ধ রেখেছি।
জেরুজালেম বা পশ্চিম তীরে আমাদের করার বেশি কিছু নেই, শুধু এটুকুই পারি।’
ইসরায়েলের দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমের সাধারণত ব্যস্ত সালাহেদ্দিন সড়কও এদিন ছিল পুরোপুরি ফাঁকা। পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করতে না চাওয়া আহমেদ নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘এই ধর্মঘট গাজা ও ফিলিস্তিনের জনগণের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের প্রতিবাদে। হোক তা ট্রাম্প, নেতানিয়াহু, ইসরায়েলি সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে—এই যুদ্ধ থামাতেই হবে। এই যুদ্ধ, এই হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংস থামাতে হবে। শুধু শান্তি—শান্তি আর শান্তিই বিজয়ী হোক।’
ধর্মঘটের অংশ হিসেবে সোমবার রামাল্লার কেন্দ্রস্থলে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর অবস্থিত। রামাল্লার কমিউনিটি সংগঠক ইসসাম বেকার বলেন, ‘এবারের ধর্মঘট গুরুত্বপূর্ণ এবং জনগণের অংশগ্রহণও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইসরায়েলি আগ্রাসন এখন প্রতিটি ফিলিস্তিনি পরিবারকে স্পর্শ করেছে, হোক তা পশ্চিম তীরে বা গাজায়।’
একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান, ‘পশ্চিম তীরজুড়ে আজকের মতো এই মাত্রার পূর্ণ ধর্মঘট আমরা ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর আর দেখিনি।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সমঝোতার জন্য অর্ধশতাধিক দেশ যোগাযোগ করেছে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক ঘোষণার পর অর্ধশতাধিক দেশ বাণিজ্য আলোচনা শুরু করার জন্য হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ও হোয়াইট হাউসের জাতীয় অর্থনৈতিক পর্ষদের পরিচালক কেভিন হেসেট এ তথ্য জানিয়েছেন। স্থানীয় সময় রবিবার সকালে এবিসি নিউজকে কেভিন হেসেট বলেছেন, ‘গত রাতে আমি ইউএসটিআর (যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর) থেকে প্রতিবেদন পেয়েছি যে ৫০টির বেশি দেশ সমঝোতা আলোচনা শুরু করার জন্য প্রেসিডেন্টের দ্বারস্থ হয়েছে। তারা এটা করছে এ কারণে যে তারা বুঝতে পেরেছে তাদের ওপর অনেক শুল্ক আরোপ হয়েছে।’
এদিকে আরেক আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন, গত বুধবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পাল্টা শুল্কের ঘোষণা দেওয়ার পর ৫০টির বেশি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা আলোচনা শুরু করেছে। এর মধ্য দিয়ে দেশগুলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ‘ক্ষমতার জায়গায়’ রেখেছে।
তবে বেসেন্ট বা অন্য কোনো মার্কিন কর্মকর্তা হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করা দেশগুলোর নাম এবং সমঝোতা আলোচনা নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি। অবশ্য একসঙ্গে এত বেশিসংখ্যক দেশের সঙ্গে সমঝোতা আলোচনা চালিয়ে নেওয়াটা ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে।
কত দিন ধরে এই আলোচনা চলবে, সে বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে দেশটির ওপর থেকে শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ক্ষেত্রে সব ধরনের বাণিজ্য বাধা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাইওয়ানের কম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ বাড়াবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এনবিসি নিউজের ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে বেসেন্ট বলেছেন, ‘তিনি (তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট) নিজের সুবিধা আদায়ের জন্য সর্বোচ্চটা করেছেন।’ ট্রাম্পের এই শুল্ক আরোপের ফলে অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী। এর পক্ষে যুক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে ধারণার চেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির উল্লেখ করেছেন তিনি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৯মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০০	৫.২২
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৯	
এশা	৭.১০	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

হামে দ্বিতীয় মার্কিন শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ৬৫০

আপনজন ডেস্ক: কেনেডি বলেন, তিনি শিশুটির পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য টেক্সাসে গিয়েছিলেন। রবিবার পর্যন্ত ‘২২টি রাজ্যে হামে ৬৪২ জন আক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৪৯৯ জনই টেক্সাসের। স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ১৯৬ জনের বয়স পাঁচ বছরের কম, ২৪০ জনের বয়স ৫-১৯ বছর এবং অতিরিক্ত ১৫৯ জনের বয়স ২০ বছর বা তার বেশি এবং আরো কয়েকজনের বয়স অজানা।

নাইজেরিয়ায় বন্দুকধারীদের গুলিতে ৫২ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার প্লাটেয়াও রাজ্যে কয়েক দিনের হামলায় বন্দুকধারীরা কমপক্ষে ৫২ জনকে হত্যা করেছে। দেশটির জাতীয় জরুরি সংস্থা জানিয়েছে, এ সময়ে প্রায় ২০০০ জন বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
এই রাজ্যে কৃষক এবং গবাদি পশুপালকদের মধ্যে সহিংসতার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। তবে সপ্তাহান্তে প্লাটেয়াও রাজ্যের বোকোস জেলার ছয়টি গ্রামে হামলার কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের পর অঞ্চলটিতে এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংসতার প্রাদুর্ভাব। সেই সময়ে একই জেলায় ১০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল।
জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে সহিংসতার মাত্রা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন পর্যন্ত ৫২ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আরও ২২ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
রোববার (৬ এপ্রিল) রাতে রাতে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, বন্দুকধারীরা নৃশংস হামলা চালিয়েছে। একাধিক সম্পত্তিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে। ১৮২০ জনেরও বেশি ব্যক্তি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তিনটি বাস্তুচ্যুতি শিবির স্থাপন করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতি এখনো উত্তেজনাপূর্ণ রয়েছে।
প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবু নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে আক্রমণকারীদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বন্দুকধারী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের ‘কঠোর শাস্তি’ দেওয়া হবে।

গাজার অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করছে ইসরায়েল, সঙ্কুচিত ভূমিতে আটকে পড়েছে ফিলিস্তিনিরা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় গত মাসে যুদ্ধবিরতি ভেঙে দীর্ঘদিনের গণহত্যার যুদ্ধ পুনরায় শুরুর পর থেকে ক্রমশ গাজার নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। সোমবার (৭ এপ্রিল) লাইভ প্রতিবেদনে তুর্কিভিত্তিক গণমাধ্যম টিআরটি জানিয়েছে, দখলদার বাহিনী এখন গাজার ৫০ শতাংশেরও বেশি ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে। এর সঙ্গে ক্রমশ সঙ্কুচিত জমির টুকরোয় আটকে পড়ছে ফিলিস্তিনিরা।
মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর মতে, ইসরায়েলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা বৃহত্তম এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর, কৃষিজমি এবং অবকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। জায়গাগুলো বসবাসের অযোগ্য করে তোলা হয়েছে।
পৃথক প্রতিবেদনে টিআরটি জানিয়েছে, আজ সোমবার গাজার মধ্যাঞ্চল থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের নির্দেশ জারি করছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি বাহিনী মধ্য গাজার ফিলিস্তিনিদের পালাতে বাধ্য করে চলেছে। সেই সঙ্গে দেইর আল বালাহ শহর থেকেও নতুন করে সরিয়ে নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র আভিচায় আদরাই তার এক্স-পোস্টে দেইর আল বালাহের পাঁচটি এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার একটি মানচিত্রও শেয়ার করেছেন।

মানবসেবায় নিয়োজিত সারা দেশের অনন্য এক আদর্শ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান
সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর ২০২৫-এর উপহার
RDMC
আবাসিক ও অনাবাসিক
Rahamania Deeniyat Muallima College
A unit of Sehrabazar Rahmania Welfare Trust (Regd. 7379/10)
ইসলামিক শিক্ষা: কুরআন, হাদিস, আক্বইদ, মাসাইল, সুন্নতি তরবিয়ত, ভাষা (আরবি ও উর্দু)
Education ■ Enrichment ■ Empowerment
আধুনিক শিক্ষা: কম্পিউটার, হোম ম্যানেজমেন্ট, নিউট্রিশন, বেসিন হেলথ সায়েন্স, টিচিং মেথযোরজি, চাইল্ড সাইকোলজি
স্বপ্ন নয়, গল্প নয়, বিজ্ঞাপনের চমকও নয়, দুই বৎসরের মধ্যেই সুদক্ষ মহিলা ক্বারী দ্বারা কুরআন সহি করা, মহিলাদের যে সমস্ত হাদিস ও মাসাইল জানা জরুরি তা হৃদয়ঙ্গম করানো, আরবি ও উর্দুতে কথা বলতে শেখানো, ছয় সিফাতসহ তালিমে অভ্যস্ত করানোর সাথে সাথে ২৪ ঘন্টার জিন্দেগিতে সুন্নত ও মাসনুন দোয়া শেখানো ও পাবন্দি করানোর রোজানা তালিমের সাথে সাথে সুষম খাদ্য ও অসম খাদ্য সম্পর্কে অবহিত করানো, কম্পিউটারে অভ্যস্ত করানো, শিশু দর্শন এবং একান্নবর্তী পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাদের শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী, ননদ প্রভৃতির হক সম্পর্কে সচেতন করানো (হোম ম্যানেজমেন্ট) এবং ইনজেকশন, প্রেসার মাপা, রক্ত পরীক্ষা, সুগার টেস্টে (প্রাইমারি হেলথ সায়েন্স) অভ্যস্ত করানো হবে - ইনশাআল্লাহ্। পরিপূর্ণ শরীয়তি গন্ডির মধ্যে একশ শতাংশ পর্দাকে মান্যতা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে - ইনশাআল্লাহ্। গোটা বাংলায় হাওড়া সাঁতরাগাছির DMC-এর পর দ্বিতীয় বৃহদাকারে সাহসী পদক্ষেপ সেহারাবাজার পূর্ব বর্ধমানে RDMC। এছাড়াও একইসঙ্গে মুয়াল্লিমা কলেজে পাঠরত অবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক পড়ার সুবর্ণ সুযোগ আছে। আমাদের উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যহ ক্লস ছাড়াও প্রতিদিন ছয় সিফতের সঙ্গে তালিম, প্রত্যহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম, সুরত ও মাসনুন দোয়া শেখানো ও আমাল জরুরি।
ভর্তির জন্য যোগ্যতা: ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ
(যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ও স্নাতক/স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ মহিলাদের অগ্রাধিকার)
ফর্ম দেওয়া চলছে: ফর্মের মূল্য ১০০ টাকা
সুরাট হতে ফারেগা সুদক্ষা মহিলা ক্বারীর প্রয়োজন। যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে
প্রবেশিকা পরীক্ষা: ১২এপ্রিল, ২০২৫ ভর্তি শুরু: ২২এপ্রিল, ২০২৫ ক্লাস শুরু: মে মাসের শেষ সপ্তাহ, ২০২৫
ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র: বর্ধমান (ইজতেমাগাহ, নবাবহাট) হাজী নাইয়ার সাহেব 82502331094 ■ নপাড়া সাহাজাদপুর, বর্ধমান মহম্মদ খলিল 91534095923 ■ ভাতার (নুরানী সামান) মনিরুল হক 9735120368 ■ বর্ধমান (রসিকপুর) সামসুদ্দিন আহমেদ 8348171640 ■ রসুলপুর, বাঁকুড়া মুফতি মুক্তার সাহেব 9732342007 ■ পুরুলিয়া (দামোদরপুর) ডা. মেহেবুব আলি 99321 69755 ■ পশ্চিম মেদিনীপুর (বদনগঞ্জ) আকতার আলি 9932066129 ■ চন্দ্রকোণা (কৃষ্ণপুর) পারভেজ সরকার 9933790244 ■ গলসি (পারাজ) মুন্সী ফিরোজ হোসেন 9093390166 ■ মুর্শিদাবাদ (সালার) বাচ্চু মাস্টার 9732028977 ■ সালার কবিরাজ সাফাই ভাইয়ের চেম্বার 7585876101 ■ পূর্বস্থলী (নাদনঘাট) বাদশা সেখ 98833241880
প্রধান উপদেষ্টা: হজরত মুফতি ওসমান গণি (দেওবন্দ মাদ্রাসার সিনিয়র অধ্যাপক)
উপদেষ্টামন্ডলী: হজরত মুফতি সাইফুল্লাহ কাশেমী সাহেব (শাইখুল হাদীস, দারুল উলুম সেহারাবাজার) ■ হজরত মাওলানা নূর আলম সাহেব (প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, বাহাদুরপুর মাদ্রাসা) ■ হাজী মাস্টার রুহুল আমীন সাহেব (অধ্যক্ষ, হাওড়া দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ) ■ হাজী হায়দার আলী (সম্পাদক, হাওড়া দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ)
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন
হাজী বদরুল আলম (সভাপতি) 9475354307 ■ হাজী কুতুবুদ্দিন (সম্পাদক) 9667045220 ■ মোল্লা সফিকুল ইসলাম (সহ-সম্পাদক) 9434251617 ■ হাজী আশরাফ আলী (সহ-সম্পাদক) 9732027178 ■ মোল্লা মিনহাজউদ্দিন আহমেদ (প্রশাসক) 9093799737 ■ সেখ সফিউল ইসলাম (সহযোগী সম্পাদক) 9332659795
পথ নির্দেশ: বর্ধমান স্টেশন থেকে বা বর্ধমান আলিশা বাসস্ট্যান্ড থেকে আরামবাগগামী বাসে সেহারা বাজারে নামতে হবে অথবা আরামবাগ থেকে বর্ধমান বাসে সেহারা বাজারে নামতে হবে। সেহারা বাজার থেকে গুইর রোডে ৫ মিনিট হাঁটা পথ।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৯৪ সংখ্যা, ২৪ চৈত্র ১৪৩১, ৯ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

গাজা: বিশ্ব কেন নীরব?

যুদ্ধের অভিঘাত কতটা মারাত্মক হইতে পারে; সংঘাত-সংঘর্ষ পৃথিবীর মানচিত্রকে কীভাবে বদলাইয়া দিতে পারে এবং সর্বোপরি 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষের জীবনের মূল্যকে কোন পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে পারে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায়। মৃত্যুপুরীতে পরিণত হওয়া এই ভূখণ্ড আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে, আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় 'প্রতি বর্গমাইল ভূমি রক্ষার জন্য' ঠিক কতসংখ্যক জীবন বলিদান করিবার প্রয়োজন পড়ে!

জাতিসংঘ গতকাল জানাইয়াছে, ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় গাজায় প্রতিদিন ১০০ শিশু হতাহতের শিকার হইতেছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৫০ হাজার ৬০৯ ফিলিস্তিনি নিহত ও ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৩ জন আহত হইয়াছে। প্রকৃত সংখ্যা আরো অধিক হইবে, সন্দেহ নাই। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নিহত বা আহতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো হাজার হাজার নারী-শিশু নিখোঁজ রহিয়াছে বলিয়া আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলির খবরে জানা যাইতেছে।

গাজার শিশুদের সঙ্গে যাহা ঘটিতেছে, তাহা যেন সৃষ্টিকর্তার সঙ্গেই প্রবঞ্চনা করার শামিল। নিষ্পাপ, কোমলমতি শিশুদের ব্যাপারে নমনীয় ও যত্নশীল হওয়া এবং তাহাদের সহিত মানবিক আচরণ করিবার ব্যাপারে বিশ্বের ধর্মগ্রন্থগুলিতে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কে শোনে কাহার কথা! সমগ্র বিশ্বে শিশুদের সম্বোধন করা হয়, অ্যাঞ্জেল বলিয়া, অর্থাৎ, তাহারা ফেরেশতাতুল্য; কিন্তু সেই খোদা-প্রেরিত ফেরেশতার সহিত আমরা কী ধরনের আচরণ করিতেছি? আমরা কি স্মরণে রাখতেছি যে, 'আল্লাহর খলিফা' নামে অভিহিত শিশুদের সহিত যেই অমানবিক আচরণ করা হইতেছে, তাহার সকলই তিনি দেখিতেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবজাতির উদ্দেশে সতর্কতা উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, 'প্রতিটি শিশু এই বার্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে, স্রষ্টা এখনও মানুষের প্রতি আস্থা হারান নাই'; কিন্তু গাজার শিশুদের সহিত যেইরূপ আচরণ করা হইতেছে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের উপর আর কতক্ষণ আস্থাশীল থাকিবেন, তাহাই প্রশ্ন!

বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানা যায়, গাজার হাজার হাজার শিশু স্বজন, পরিবারহীন হইয়া পড়িয়াছে। আহত শিশুরা যে মুক্তি পাইয়া গিয়াছে, সেই আশাও নাই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বুলেট-বোমা, মিসাইলের শব্দে তাহাদের মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে, তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া মনশ্চিকিৎসকরা সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, ট্রমাটাইজডের শিকার এই সকল শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোনোই সম্ভাবনা নাই! ইহা বিশ্বের জন্য সত্যিই বড় দুঃসংবাদ।

'সমাজ কীভাবে শিশুদের প্রতি আচরণ করে, তাহার মধ্য দিয়া সমাজের চেহারা ফুটিয়া উঠে'- নেলসন ম্যান্ডেলার এই কথার প্রেক্ষাপটে গাজার পরিস্থিতি লইয়া আমরা কী বলিব? গাজার শিশুদের আমরা কী জবাব দিব? অথচ সমাজকর্মী হেনরি ওয়ার্ড বিচারের মতো গুণিজনেরা বিশ্বকে এই বার্তা জানাইয়া গিয়াছেন যে, 'শিশুরা হইতেছে এমন কিছু হাত, যাহার দ্বারা আমরা স্বর্গ স্পর্শ করিতে পারি।' সুতরাং, এই 'স্বর্গের হাত'গুলিকে রক্ষা করা কি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব নহে? যুদ্ধ কখনোই কল্যাণ বহিয়া আনে না, এই সত্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হাঙ্গেরিয়ান যোদ্ধা পল কার্ন মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে গুলি খাইয়া দৈবক্রমে বাঁচিয়া গেলেও জীবনের বাকি ৪০ বছর এক পলকের জন্যও ঘুমাইতে পারেন নাই, যেইখানে টানা ১১ দিনের অধিক মানুষ না ঘুমাইয়া সাধারণত বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষেই মানুষের ঘুম কাড়িয়া লয়। অতএব, আমরা শান্তির ঘুম ঘুমাইতে চাহি কি না, তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মার্কিন কবি কার্ল স্যান্ডবার্গ একদম স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, 'একটি শিশু হইল স্রষ্টা-প্রেরিত সেই বার্তা যে, বিশ্বকে এখনো আগাইয়া যাইতে হইবে।' আমাদের সত্যিই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া দেখিতে হইবে যে, স্রষ্টা-প্রেরিত গাজার শিশুদের প্রতি এহেন অমানবিকতার পর বিশ্ব আর ঠিক কতটা পথ আগাইতে পারিবে? গাজার শিশুদের রক্ষায় বিশ্বনেতৃত্ব কেন নীরব? তাহাদের এই নীরবতা ভাঙিবার কি সময় আসে নাই?

••••••••••••

পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘু শিক্ষার পরিস্থিতি: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য সমাধান

শিক্ষা সমাজের অন্যতম প্রধান শক্তি, যা উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে। শিক্ষা যে কোনো সমাজের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার শিক্ষার সুযোগের প্রসার বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও এখনো অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সরকারি নীতি ও প্রকল্পের ঘোষণা যতই করা হোক, বাস্তবিক পরিস্থিতি এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। লিখেছেন **ড. নাজমুল হুসাইন**।

শিক্ষা সমাজের অন্যতম প্রধান শক্তি, যা উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে। শিক্ষা যে কোনো সমাজের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার শিক্ষার সুযোগের প্রসার বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও এখনো অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সরকারি নীতি ও প্রকল্পের ঘোষণা যতই করা হোক, বাস্তবিক পরিস্থিতি এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। শিক্ষার প্রসারে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এলেও, বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে, গুরুতর অসমতা রয়ে গেছে। এখনো শিক্ষার পরিকাঠামো, সুযোগ এবং মান নিয়ে বহু সমস্যা রয়ে গেছে। সরকারি নীতির পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানও আজকের শিক্ষার মান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, আল-আমীন মিশনের মতো সংস্থা সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। তবুও সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক বৈষম্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মত। যদিও সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং শিক্ষার মানের মধ্যে এক বিস্তর ফারাক রয়ে গেছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সরকারি স্কুলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

পশ্চিমবঙ্গের গড়ে প্রতি ১১৮০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে, কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এই সংখ্যা ২১৮৩ জন, অর্থাৎ, একটি বিদ্যালয়ের উপর চাপ দ্বিগুণ। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৪,৬৮৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে, যা রাজ্যের গড় ১০,৭১০ জনের তুলনায় অনেক বেশি। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি অন্যরূপ নয়, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক কম, ফলে শিক্ষার সুযোগ সীমিত থাকে। শহরের তুলনায় গ্রামের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শিক্ষার এই বৈষম্য আরও প্রকট।

এছাড়াও, পর্যাপ্ত ও যোগ্য শিক্ষকের সমস্যা তো রয়েছেই, যা শিক্ষার মানের ওপর প্রভাব ফেলছে। সরকারি স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, বেসরকারি স্কুলে যারা আছেন তাদের অনেকের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। সরকারি বেসরকারি স্কুলের সম্যাসার ধরণ আলাদা হলেও, শিক্ষকের অভাবের কারণে বাচ্চাদের শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন পরিস্থিতিতে। প্রাইমারি স্কুলের তুলনায় উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে পরিস্থিতি আরও গভীর সংকটে।সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার মান ও সুযোগ-সুবিধা কমে যাওয়ায় অনেক অভিভাবক বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকছেন। সরকারি স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক, আধুনিক পাঠ্যক্রম, অবকাঠামো ও শিক্ষার মান বজায় রাখতে না পারার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ভালো শিক্ষার সন্ধানে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। ফলে প্রাইভেট স্কুলের সংখ্যা ও ব্যবসা বাড়ছে, আর শিক্ষা লাভের বদলে ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে। সংখ্যালঘু শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাদ্রাসা শিক্ষা। একসময় শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মাদ্রাসাগুলিকে দেখা হতো, কিন্তু বর্তমানে অনেক মাদ্রাসাই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সাধারণ স্কুলের তুলনায় মাদ্রাসার পরিকাঠামো কম হওয়ায় শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে। মাদ্রাসাগুলিকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে আরও যুক্ত করা দরকার, যাতে ছাত্ররা বিজ্ঞান, গণিত ও প্রযুক্তির সমান সুযোগ পায়। কিন্তু এখনো অনেক মাদ্রাসা আধুনিক পড়াশোনা থেকে দূরে থাকায় ছাত্ররা ভবিষ্যতে চাকরির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। সংখ্যালঘু শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থাকলেও তার বাস্তবায়নে জটিলতা রয়েছে বা ঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না। সংখ্যালঘু শিক্ষার জন্য বরাদ্দ তহবিল অনেক সময় সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয় না, ফলে প্রকৃতভাবে সংখ্যালঘুরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সংখ্যালঘু শিক্ষার প্রকল্পগুলোর ধীরগতির বাস্তবায়ন সংখ্যালঘু শিক্ষার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে দীর্ঘসূত্রিতা এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম।

তবে এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে ইংলিশ মিডিয়াম মডেল মাদ্রাসা চালু হয়েছে, যা সংখ্যালঘু অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ বাড়াচ্ছে। এই মাদ্রাসাগুলো আধুনিক শিক্ষা ও

সরকারি স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলের প্রসার পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে শহর ও কিছু গ্রামীণ এলাকায় অনেক বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছে, যা সরকারি স্কুলের তুলনায় ভাল মানের শিক্ষা দিচ্ছে। এসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শুধু সাধারণ পড়াশোনা নয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত করছে। বেসরকারি স্কুলগুলো ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে।

ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় করছে, যেখানে বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও ভাষা শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা শুধু ধর্মীয় জ্ঞান নয়, ভবিষ্যতে চাকরির বাজারেও প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে। এই ধরনের উদ্যোগ সংখ্যালঘু শিক্ষার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের মধ্যে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমানে ইংলিশ মিডিয়াম মডেল মাদ্রাসা চালু হয়েছে, যা সংখ্যালঘু অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করছে। পরিকাঠামো গত ভাবে ঠেলে হলেও অনেক ইংলিশ মিডিয়াম মডেল মাদ্রাসায় পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই.। সরকারি প্রকল্প যেমন সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA), মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ প্রকল্প, কন্যাশ্রী, এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু বৃত্তি প্রকল্পগুলো কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

সরকারি স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলের প্রসার পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে শহর ও কিছু গ্রামীণ এলাকায় অনেক বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছে, যা সরকারি স্কুলের তুলনায় ভাল মানের শিক্ষা দিচ্ছে। এসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শুধু সাধারণ পড়াশোনা নয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত করছে। বেসরকারি স্কুলগুলো ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু শিক্ষার উন্নয়নে আল-আমীন মিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনুপ্রেরণার কেন্দ্র। আল-আমীন মিশন মূলত দরিদ্র সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করে। অনেক মেধাবী সংখ্যালঘু বাচ্চাদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও সুযোগ করে দিয়েছে আল-আমীন মিশন। যেখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। NEET এ ভালো ফল করে অনেকেই ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আল-আমীন মিশনের এই সাফল্য প্রমাণ করে যে পরিকল্পিত শিক্ষা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরাও উচ্চশিক্ষায় সফল হতে পারে। আল-আমীন মিশনের মত উদ্যোগ আরও বাড়লে সংখ্যালঘু শিক্ষার উন্নতি আরো বারবে।

এখানে এই কথা বলা খুবই প্রজন যে বেসরকারি স্কুলগুলোর বড় সমস্যা হল প্রচুর পয়সার প্রয়োজন। অনেক সংখ্যালঘু পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদের পক্ষে ভালো মানের শিক্ষা পাওয়া কঠিন ও প্রতিভাবান অনেক বাচ্চা শুধুমাত্র টাকার অভাবে উন্নত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে সরকার যদি বেসরকারি স্কুলগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে তবে অনেক ভালো শিক্ষার সুযোগ পাবে। এতে তারা ভবিষ্যতে আরও ভালো ক্যারিয়ার গড়তে পারবে এবং সামগ্রিকভাবে সংখ্যালঘু শিক্ষার উন্নতি হবে। আল-আমীন মিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা বাড়ানো দরকার, যাতে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।

সংখ্যালঘু শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা খুবই জরুরি। প্রথমত, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাদ্রাসাগুলিকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তৃতীয়ত, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য আরও সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করা দরকার। সর্বোপরি, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। শুধুমাত্র প্রকল্প ঘোষণা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, বরং প্রকল্পগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। সংখ্যালঘু বাচ্চাদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা সঠিক দিকনির্দেশনা পায় এবং ভবিষ্যতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

একটি শিক্ষিত সমাজই পারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হলে সরকারের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি স্তরের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত দরকার। শিক্ষার আলো যদি সত্যিই সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছায়, তবেই একটি সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গ এর সাথে সাথে উন্নতশীল দেশ গড়ে তোলা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় খুবই জরুরি। শুধু সরকারি বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করলে সমস্যার সমাধান হবে না, পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো ও সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরি করাও প্রয়োজন রয়েছে। আল-আমীন মিশনের মতো উদ্যোগ দেখিয়ে দিয়েছে যে সঠিক পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাক্ষেত্রে বড় সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই উদ্যোগকে আরো প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সমাজ শিক্ষার মাধ্যমে আরও উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে। শিক্ষা যদি প্রকৃত অর্থে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছায়, তবে সংখ্যালঘু সমাজের উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন সত্যি করা সম্ভব হবে।

**** লেখক: প্রিন্সিপাল, দ্য স্কলার স্কুল***

চাকরি হারানো বিষণ্ণ মুখ ও প্রতিক্রিয়ার রাজনীতি

পাভেল আখতার

"দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার!"

"একজন নিরপরাধও যেন সুবিচার থেকে বঞ্চিত না হয়!"

সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে যে ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি গেল সেই নিরিখে দুটোই যেন নিছক কেতাবি কথা মনে হয়! গৃহীর চালে কাঁকর আলাদা করা না গেলে পুরো চালই যে ফেলে দিতে হয় সেটাও কি আমরা ইতিপূর্বে জানতাম!

''আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে/ দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে/ যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার/ যদি পাপমনে করি অবিচার কাহার পরে/ লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্ম বিমুখ/ পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে/ তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়, কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়/ আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে।''

একটি সুখশ্রাব্য রবীন্দ্রসঙ্গীত। এবং, অনুভবযোগ্য। ঈশ্বরের কাছে বিবেকী যন্ত্রণায় বিক্ষত হৃদয়ের এই আকুতিভরা বিচারপ্রার্থনা কবি কি অপূর্ব শৈলীতেই না উপস্থাপন করেছেন! এ তো শুধুই প্রার্থনা নয়, বরং এ হ'ল এক মানসদর্পণ, যেখানে প্রতি-মুহূর্তে নিজের ছায়া ও ছবিটিকে দেখা যায় ; আর সব কলুষ-কালিমা মুছে পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হতে থাকে। কবি তাঁর অনেক গানে নিজের সঙ্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে অন্বেষণ করেছেন। আর এমন গভীর ও বিশুদ্ধ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই কবি নিজেকে করে তুলতে চেয়েছেন শুদ্ধতম এক মানুষ, কবিকল্পনায় যে মানবমূর্তিটিও ঈশ্বরেরই রচনা। যে মহার্ঘ 'জীবন' কবি পেয়েছেন একদিকে তাকে 'কলঙ্কমুক্ত' রাখার আকুতি ও অন্যদিকে কোন্ প্রক্রিয়ায় তা অর্জিত হতে পারে সেকথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন বড় স্নিগ্ধ, নরম, মরমী উচ্চারণে!

আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের বিরাটত্ব উপলব্ধির অনেকগুলি হিতকর ফলাফল আছে। সর্বাগ্রে যা উল্লেখযোগ্য তা হ'ল, নিজের 'ক্ষুদ্রত্ব'-কে অনুভব করতে পারা যায়। এবং, এর অনিবার্য অভিব্যক্তি হচ্ছে, সর্বনাশা 'অহং' থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আগে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি, যা মানুষের সমস্ত কর্মে ছাপ ফেলে। রবীন্দ্রনাথ এই শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই এমন আকুল আকুতি ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন। একটি বাংলা ছবিতে মান্না দে গেয়েছিলেন : 'মানুষ খুন হলে পরে মানুষই তার বিচার করে, হয় না খুনির মাফ/ তবে কেন পায় না বিচার নিহত গোলাপ!' নায়িকা গাছ থেকে একটি গোলাপ ফুল ছিঁড়ে হাতে নেওয়ায় নায়ক গাইছেন। সমাজে সব মানুষের জীবনের মূল্য যে সমান নয় তা আমরাই ঠিক করে রেখেছি! 'বাবুসাব এসে চড়িল রেলে কুলিরা পড়িল তলে'! কাব্য-কবিতা হয়! কিছুটা অশ্রুপাত! তারপর আবার সবকিছু নিস্তরঙ্গ, অতি-স্বাভাবিক! বস্তুত, 'বাবু' আর 'কুলি'র জীবনের অভেদ অকল্পনীয়! ম্যাক্সিম গোর্কির অমর উপন্যাস 'মা'-তে ছিল : 'মাছেদের জন্মই তো জালে আটকা পড়ার জন্য!' আর, তারপর মাছের যা হয় আমরা সেটা জানি! এবার মিলিয়ে পড়ে নিলেই হ'ল! অতএব, 'মাছ' মারাটা মোটেই 'হিংসা' নয়, বরং সেটা ভাবাই 'হিংসা'!

বস্তুত, বিষম সমাজব্যবস্থায় 'ন্যায়' ও 'বিচার' এই দুটো বস্তুই দুর্লভ হওয়া একটি মূর্ত বাস্তবতা। যেখানে মোটা দাগে ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন, সবল ও দুর্বল এই দুটি শ্রেণি থাকে ও প্রবল বিক্রমে বিরাজ করে এবং ব্যক্তি নৈতিক চেতনা ও চরিত্র হারিয়ে ফেলে, কেবল চালিত হয় ওই দুটি অবস্থান থেকে সেখানে আমরা কীভাবে আশা করতে পারি যে, 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা হবে ? এই সমাজে একজন মা-বাবাও তো তাদের সন্তানের প্রতি 'ন্যায়বিচার' করতে পারে না, সেখানেও চলে সবল ও দুর্বলের অপধর্ম! সর্বস্থানিক একই রকমের অন্যায় ও অপরাধের প্রতিবাদ করতে গিয়েও মানুষ যে কখনও সরব আর কখনও নীরব হয় সে-ও 'ন্যায়বিচারবোধ' নামক বিমূর্ত সত্তাটি ঠিকঠাক গড়ে না ওঠার ফলশ্রুতি। সেই আমরাই আবার 'ন্যায়বিচার' প্রত্যাশা করি! আমরা সমাজব্যবস্থার ফসল নই। তার কারণ হ'ল, আমরাই এর নির্মাতা। রবীন্দ্রনাথের কথার সূত্র ধরে বলতে হয়, আমরা যদি নিজের বিচারপ্রার্থনার অভ্যাস বা চর্যা আগে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে সবই বৃথা! আদতে সব মানুষই যেখানে এই ক্ষয়িত, জীর্ণ গোটা সমাজব্যবস্থার নির্মাতা সেখানে ক্ষমতাবান রাজনীতিক আর মহামহিম বিচারককে আলাদা করা যায় না! রাজনীতিমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ চিন্তা, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সর্বক্ষেত্রে মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, উপরিউক্ত রাবীন্দ্রিক দর্পণে আত্মবীক্ষণ ও আত্মখনন ইত্যাদি আজ অদৃশ্য!

বহু 'নিরপরাধ' চাকরি হারিয়েছে! তাদের অন্তরের অশেষ কষ্ট অনুভব না করে যারা এখনও শুধু 'দুর্নীতি' নিয়ে কথাবার্তা বলে যাচ্ছে তাদের দেখে মনে হচ্ছে, বন্যার পর দুর্গত মানুষদের রক্ষার চেয়ে নদীর বাঁধটা কে কেটে দিয়েছিল সেটাই যেন আলোচনায় প্রাধান্য পাওয়া উচিত! 'রাজনৈতিক অবস্থান' যে কী বিষম বস্তু! বস্তুত, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মতো স্বার্থপর প্রজাতি আর নেই! সহসা চাকরি হারানো শিক্ষকদের মলিন, বেদনার্ত মুখগুলির সাপেক্ষে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে যাওয়া, ভোটের রাজনীতির নানা সরল ও জটিল অঙ্ক কষে চলা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আরামের শয্যায় শুয়ে হাটে-ঘাটে-মাঠে ও বাক্যচঞ্চল সমাজ মাধ্যমে প্রদত্ত প্রতিক্রিয়াগুলি বড্ড অশ্লীল মনে হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই!

এর নিহিত কারণটিও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থানও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এর বিপরীতে সমস্ত সাধারণ মানুষকে একটি মাত্র পক্ষ ভাবা কি ইউটোপিয়ান চিন্তা ? রাজনৈতিক দলের প্রতি মানুষের সমর্থন হওয়া উচিত মূলত ইস্যুভিত্তিক। এবং, সেটাও সাধারণ মানুষের ভাল ও মন্দের নিরিখে। এর বিপরীতে যদি বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করাটাকে পাকাপোক্ত করে গেঁথে নেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় যে, একজন সাধারণ মানুষের যখন নিছক আরেকজন বা বিপুল সাধারণ মানুষের পাশে এসে একমাত্রিকভাবে দাঁড়ানো প্রয়োজন তখনও সে দলীয় অবস্থান থেকে হয় দূরে থাকে, নয়তো নির্লিপ্ত থাকে, অথবা সাধারণ মানুষেরই স্বার্থের বিরুদ্ধ আচরণ করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আর জি কর ইস্যুতে যখন চিকিৎসকরা লাগাতার কর্মবিরতি পালন করা শুরু করলেন এবং বিপুল সাধারণ মানুষকে চরম অসুবিধার মধ্যে ফেললেন তখনও বহু সাধারণ মানুষ তাদের দুর্দশার কথা না ভেবে সেই কর্মবিরতিকে সমর্থন করেছিলেন, এমনকি অসুবিধা হচ্ছে না এটাও প্রচার করেছিলেন ; যার নেপথ্যে মূলগত কারণ ছিল সেই অনড় দলীয় অবস্থান।

আজকের ওয়াকফ বিল হোক, অথবা চাকরি হারানো অগণিত সাধারণ মানুষ, এসব ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি সেই দলীয় অবস্থানেরই অনড় প্রতিচ্ছবি। কেউ দূরে আছেন, কেউ নির্লিপ্ত, কেউ বিরুদ্ধ আচরণ করছেন। এসবের কোনও একটিও আদতে মানবিক অভিব্যক্তি নয়।

এর বিপরীতে কি 'প্রত্যাশিত মানুষ' নেই ? আছে। কিন্তু, তাদের সংখ্যা খুব কম। দিনের শেষে তাই রাজনৈতিক দলগুলোই শেষপর্যন্ত জিতে যাচ্ছে, আর হেরে যাচ্ছে সাধারণ মানুষই !

***** মতামত লেখকের ব্যক্তিগত***

প্রথম নজর

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে ২ কিমি পদযাত্রা ও গণ ডেপুটেশন

বাইজিদ মন্ডল ● উস্থি

আপনজন: অল ইন্ডিয়ান মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সম্প্রতি ২০২৫ এপ্রিলের শুরুতে সংসদে পাস হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী গুলিকে ইসলামিক মূল্যবোধ, ধর্ম ও শরিয়ত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর উপর একটি গুরুতর আঘাত বলে ঘোষণা করেছে। । আর সেই মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নির্দেশে মগরাহাট এক নম্বর ব্লক ফ্ল্যাটারনীটি মুভমেন্ট, বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ,জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, মিল্লি ইত্তেহাদ কমিটি সহ এলাকার বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোলার মিলন মোড় থেকে উস্থি পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার পেয়ে হেঁটে প্রতিবাদ মিছিল করেন। পরবর্তীতে মগরাহাট এক নম্বর ডেভেলপমেন্ট অফিস (বিডিও) এর কাছে ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে গণ ডেপুটেশন দেন। তার পর উস্থি হাট এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভাবে এক প্রতিবাদ সভা করেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন মনোয়ার হোসেন মোল্লা রাজ্য সভাপতি ফ্র্যাটারনিটি মুভমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ, ডা. মশিহুর রহমান আমিরে হালকা জামায়াত ই হিন্দ পশ্চিমবঙ্গ, অধ্যাপক ডা: জাহান আলি পুরকাইত সাধারণ সম্পাদক বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ, মাওলানা এ এফ এম খালিদ সম্পাদক জামায়াত ই ইসলামি হিন্দ, ফরিদুল হক সরদার ব্লক নাজিম জামায়াত ই ইসলামি হিন্দ, মাস্টার মনিরুল হক ব্লক সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, নূরনবী সরদার ব্লক সভাপতি ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া, অ্যাডভোকেট আব্দুল মোমেন হালদার, মোঃ সুজাউদ্দিন মোল্লা ব্লক দায়িত্বশীল জমিয়েতে উলামায়ে হিন্দ, মাওলানা সাইফুদ্দিন সাহেব ব্লক সভাপতি ইমাম পরিষদ, সমাজসেবী এ কে এম গোলাম মোর্তজা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধি ও মুসলিম ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ।

সোনামুখীর স্কুলে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: “রোগ নয়, নয়, ব্যাধি নয়, নয়, স্বাস্থ্য চাই, শান্তি চাই, সব প্রাণে, সব মনে শুরু হোক স্বাস্থ্যের জন্য লড়াই।” এই স্লোগান দিয়ে সোনামুখী উত্তর চক্রের মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক , ছাত্র ছাত্রীরা শোভাযাত্রা সহ গ্রাম পরিক্রমা করে। পরে বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্লাটিনাম বর্ষ উদযাপন করা হল।। বিদ্যালয়ের সভাপতি শিক্ষকগণ স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত ১ ৫০ সালের ৭ এপ্রিল প্রথম বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয় । ২০২৫ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল ভাবনা, “মা ও শিশুর স্বাস্থ্য”। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ জানান “প্রতিবছরই ৭ই এপ্রিল বিদ্যালয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন করা হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ শরীর ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা করা হয়। একটি সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অতনু ঘোষ ও রঞ্জন বিশ্বাস বলেন ,এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক অজানা বিষয় জানতে পারে।”

ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবি সাগরদিঘিতে

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘি

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী। “ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার করতে হবে” স্লোগানে মুখরিত হয় সাগরদিঘীর গৌরীপুর, যেখানে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়ে অংশ নেন এক বিশাল ধিক্কার মিছিলে। সাগরদিঘী ঐক্য মঞ্চের ব্যানারে আয়োজিত এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, নেতৃত্ব দেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ধর্মীয় নেতৃত্ব। বক্তারা বলেন, “এই বিল মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও আর্থিক স্বার্থে বড়সড় আঘাত হানবে। এটি মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার হরণ করার একটি চক্রান্ত।” তারা সরকারের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দেন, অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করতে হবে, নচেৎ বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগোবে সাগরদিঘীর মানুষ।

ইনজেকশন দেওয়ার পর শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ায় আতঙ্ক তেহট্টে

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: ইনজেকশন দেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে একাধিক শিশু। এই ঘটনায় সোমবার বিকেল থেকে আতঙ্ক ছড়ায় নদীয়ার তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগে। ঘটনার কথা জানার পর হাসপাতাল চত্বরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত করে।

নয়জনকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলেও দুজন স্থানান্তরিত হয়। বাকিরা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। সঠিক তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন হাসপাতাল সুপার বাপ্পাদিত্য ঢালি। তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্তি একাধিক শিশু। জানা গিয়েছে, ভর্তি শিশুদের অধিকাংশকেই হাসপাতাল থেকে জ্বর , অম্বল কিংবা বমির ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। অভিভাবকদের সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে, ওই বিভাগ থেকে জ্বরের অ্যান্টিবায়োটিক আনতে বলা হয়েছিল। যে কারণে অভিভাবকদের একাংশ হাসপাতালের বাইরে ওষুধের দোকান থেকে সেই ওষুধ কিনে আনে। ফলে শিশুদের সেই অ্যান্টিবায়োটিকের পাশাপাশি হাসপাতাল থেকেও বিভিন্ন রোগের ইনজেকশন দেওয়া হয় বলে দাবি রোগীর পরিজনদের । সূত্রের খবর, ওই একাধিক ইনজেকশন দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভর্তি শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। এই ঘটনা জানাজানি হতেই রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় ওই বিভাগে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ন’জন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাদের দেখে বাকিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সবাইকেই রেফার করা হয়েছিল। তবে পরিজনেরা দুজনকে শক্তিনগরে নিয়ে যায়। বাকিদের চিকিৎসা চলছে। এবং সবাই সুস্থ আছে। এবিষয়ে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতাল সুপার বাপ্পাদিত্য ঢালি বলেন,“শিশুরা বিভিন্ন রোগেই ভর্তি ছিল। তাদের বিভিন্ন ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। তবে কোন ইনজেকশন থেকে শিশুরা অসুস্থ হয়েছে , তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ১৩টি রুটে বেসরকারি বাস ধর্মঘট নির্বিঘ্নে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: অবৈধ গাড়ির রমরমায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বৈধ বাস মালিকদের। এরই প্রতিবাদে সোমবার সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ১৩টি রুটে বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বাস মালিক সংগঠন। সুন্দরবন পুলিশ জেলাজুড়ে এই একদিনের বাস ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া পড়লো।সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন পথে বেরিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয় সুন্দরবন পুলিশ জেলার বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াতকারী বাস যাত্রীদের। এদিন সকাল থেকেই ১৩টি রুটে বাস বন্ধ ছিল। রুট পারমিটহীন অবৈধ বিভিন্ন গাড়ি অবাধে রাস্তায় চলাচল করায় লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না বাস মালিকরা। সুন্দরবন জেলা বাস অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট কমিটির সভাপতি রইচ মোল্লা এদিন বলেন, বিভিন্ন রুটে অবাধে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ গাড়ি চলাচল করছে। এ সমস্যা আজকের নয়, দীর্ঘদিনের। প্রতিদিনই বাড়ছে অবৈধ গাড়ির সংখ্যা। বিভিন্ন রুটে অবৈধভাবে চলাচল করছে প্রচুর সংখ্যায় অটো, টোটো, ট্রেকার, জিও গাড়ি ও ম্যাজিক গাড়ি। ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বৈধ বাসের মালিকদের ।যাত্রীসংখ্যা কম হওয়ায় রোড ট্যাক্স, বিমা এবং ফাইনান্সের টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না তাঁরা। সংসার খরচ চালাতেও অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। সুন্দরবন জেলা পুলিশ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে বারবার বলে ও কোনও সুরাহা না মেলায় এদিন সুন্দরবন পুলিশ জেলাজুড়ে বাস ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ধর্মঘটী বাস মালিকদের সঙ্গে এদিন বৈঠক করে। সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়। তারপরই সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ধর্মঘট তুলে নেওয়া হবে। আগামিকাল মঙ্গলবার থেকে ওই ১৩টি রুটেই পুনরায় বাস চলাচল করবে। সংগঠনের তরফে প্রশাসনকে একমাস সময় দেওয়া হয়েছে। সমস্যার সমাধান না হলে লাগাতার বাস ধর্মঘটের পথে হাঁটবে জয়েন্ট কমিটি। এদিন সুন্দরবন পুলিশ জেলা থেকে যাতায়াতকারী এম-১০, ফলতা সেক্টর, ২৪৬, এসডি-১৯, নামখানা, কাকদ্বীপ, বকখালি, এসডি-৫০-সহ ১৩টি রুটে চলাচলকারী সমস্ত বাস বন্ধ ছিল। কোনও বাসই রাস্তায় না নামায় দিনভর নাকাল হতে হয়েছে যাত্রীদের।

পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে মাছের চারা বিলি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: হবিবপুর ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। টেন্ডার নিয়ে অভিযোগের পর এবার সামনে এল মাছ চাষিদের জন্য মাছ বিলি’র অভিযোগ নিয়ে। এদিন মাছ বিলিতে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন হবিবপুরের পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির সভাপতি সুখীরানী সাহা। সোমবার দুপুরে ব্লক অফিস চত্বরের মৎস্য দপ্তরের সামনে সহকর্মীদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তিনি। অভিযোগ কৃষকদের নিয়ম মেনে মাছ দেওয়া হচ্ছে না। পরিমাণেও কম দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।মৎস্যজীবিদের মধ্যে মাছের চারাপোনা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠে মালদার হবিবপুর ব্লকের বিডিও ও ব্লক মৎস্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে।সোমবার এমনটাই অভিযোগ তুলে বিডিও এবং ব্লক মৎস্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। যার প্রতিবাদে এদিন তিনি হবিবপুর বিডিও অফিসে মাছের চারাপোনা বিতরণের সময় বিক্ষোভ দেখান। তিনি বিক্ষোভ দেখানোর সময় মৎস্যজীবিদের একাংশ সরকারি মাছ বিলি নিয়ে তার সামনে নিজেদের ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন।ঘটনায় বিজেপি পরিচালিত হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুখীরানী সাহা অভিযোগ করে বলেন, সরকারি মাছ বিলি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিডিও সাহেব তাকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেছেন। তাকে অন্ধকারে রেখে ব্লকের ২৬৪ জন মৎস্যজীবিকে মাছের চারাপোনা বিতরণ করা হচ্ছে। প্রত্যেক মৎস্যজীবিকে যে পরিমাণ মাছ দেওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ মাছ দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদেই তিনি বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

এদিকে এই গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে হবিবপুর ব্লক মৎস্য আধিকারিক শুভদীপ মন্ডল বলেন, নিয়ম মেনেই মাছ বিলি করা হচ্ছে মৎস্যজীবিদের মধ্যে। এর বেশি কিছু বলতে পারবেন না। যা বলার বিডিও বলবেন। তবে এই বিষয়ে হবিবপুর ব্লকের বিডিও মনোজ কাঞ্জিলালের কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ইউনাইটেড গার্জেন কাউন্সিলের ভার্চুয়াল সভা

আপনজন ডেস্ক: সোমবার পশ্চিমবঙ্গ ইউনাইটেড গার্জেন কাউন্সিল পশ্চিমবঙ্গ-এর এক বিশেষ ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ নুরুল ইসলাম এবং পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক জনাব পাশারুল আলম। মোট ৪০ জন সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক অলিউল্লাহর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। সভায় মূলত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়: ১. ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল সংক্রান্ত বর্তমান পরিস্থিতি, করণীয় ও কর্মপন্থা নির্ধারণ। ২. চিন্তন শিবির আয়োজনের সম্ভাবনা ও রূপরেখা। সভায় সম্পাদক উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন এবং বলেন যে আইনি পথে লড়াইয়ের পাশাপাশি জনমত গঠন ও রাস্তায় আন্দোলন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অ্যাডভোকেট মোতাহার হোসেন ওয়াকফ আইন সংশোধনী বিষয়ে আইনি দিক বিশ্লেষণ করেন। জনাব হায়দার আলী আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং বলেন, চিন্তন শিবির যেন ২-৩ দিনের হয়। জনাব সাবির, সমস্ত বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে ভাবিয়ে তোলেন। জনাব গোলাম মুর্তজা বলেন, আইনগত লড়াইয়ের পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রতিরোধ জরুরি। জনাব ওবায়দুল্লাহ বলেন, সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা নিতে হবে। জনাব আনিসুর রহমান জানান, ১৪ তারিখ বহরমপুরে একটি বৃহৎ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে। জনাব সালাউদ্দিন অন্যান্য ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ওপর জোর দেন। অন্যান্য বক্তাগণ দীর্ঘমেয়াদী কৌশল, তথ্য সচেতনতা, যুবসমাজের অংশগ্রহণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় সতর্কতা এবং গণসংগঠনের একত্রিত কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

চাকরি বাতিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও মিছিল করণদিঘিতে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন:রাজ্যে শিক্ষক ও কর্মী পদে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির জেরে বাতিল হয়েছে প্রায় ২৬ হাজার চাকরি।

এই ঘটনার পর রাজ্যের কোণায় কোণায় শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ। সেই ধারাবাহিকতায় করণদিঘী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে আজ সরব হল বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই। তাদের দাবি– যাঁরা প্রকৃতভাবে যোগ্য, তাঁদের যেন পুনরায় চাকরিতে ফিরিয়ে আনা হয়।

প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি রুহুল আমিন, করণদিঘী লোকাল কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ ফারুক, সভাপতি মুর্তাজ আলী, এসএফআই করণদিঘী ব্লক সম্পাদক গৌরব কর্ন, ডালখোলা লোকাল কমিটির নেতা আনোয়ার আলম ও শুভঙ্কর দে-সহ বহু ছাত্র-যুবা কর্মী।

ডিওয়াইএফআই জেলা সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, “যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের জীবন নিয়ে রাজ্য সরকার ছেলেখেলা করছে। আদালত যখন স্পষ্টভাবে বলেছে যে অবৈধদের বাদ দিয়ে যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে, তখন সরকার তাতে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। আমরা চাই, অবিলম্বে যোগ্যদের ন্যায়বিচার হোক।”

সারা ভারত কৃষক সভা স্মারকলিপি প্রদান করল ময়ূরেশ্বর-১ ব্লকে

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: সোমবার বীরভূমের মল্লারপুরে সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই সহ বাম নেতৃত্ব পক্ষ থেকে ময়ূরেশ্বর-১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। অযোগ্যদের বাদ দিয়ে যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীদের স্কুলে ফেরানোর দাবি সহ নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত সমস্ত চাকরি চোরদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে, এই দাবিকে সামনে রেখে সোমবার সকাল ১১:৩০ নাগাদ বীরভূমের ময়ূরেশ্বর-১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে দুই বাম যুব সংগঠন এসএফআই, ডিওয়াইএফআই সহ বাম নেতৃত্ব। মূলত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ শিক্ষা কর্মীরা, আর সেই তালিকা থেকে যোগ্যদের স্কুলে ফেরাতে হবে। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার জেলা সম্পাদক অরূপ বাগ, সিপিআইএম এরিয়া কমিটির সম্পাদক তমাল চন্দ্র দে, জেলা নেত্রী ছায়া বাগ্দী সহ একাধিক বাম নেতৃত্ব এবং কর্মীর সমর্থকরা।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে কেশপুরে বিক্ষোভ

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধিত ওয়াকাফ বিলের প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরের মুগবসানে বিক্ষোভ মিছিল করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। মিছিলকারীরা এই নতুন আইনকে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানান।তারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই বিল পাশ করিয়েছে এবং পরে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে তা আইনে পরিণত হয়েছে। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের তাদের মসজিদ, ঈদগাহ, মাদ্রাসা ও কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার খর্ব হয়েছে। সংবিধান প্রদত্ত এই অধিকারে হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে তাঁরা জানান।মুফতি সেখ মহম্মদ আজিজুল রহমান বলেন, “কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন পাসের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তিনি আরও জানান, এই আইনের বিরুদ্ধে ১০ এপ্রিল কলকাতার রামলীলা ময়দানে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে সেই সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, ইতিমধ্যেই বিজয়নগরের কবরস্থান সিজ করে দেওয়া হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপের ঘটনায় বালুরঘাট থানার দারস্ত মহিলারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিময় ঘোষ কলোনি এলাকার ঘটনা।জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে। চলছে জুয়া ও মদের ঠেক। পাশাপাশি চলে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ। এমনকি এলাকার মহিলাদেরও করা হয় কটুক্তি। এর আগেও বিষয়টি নিয়ে থানার দারস্ত হয়েছিলেন মহিলারা। এদিন আবার পুরো বিষয়টি নিয়ে বালুরঘাট থানায় দারস্ত হন এলাকার মহিলারা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশা দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। এবিষয়ে এলাকার এক মহিলা জানান, “এর আগেও আমরা অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। পুলিশ গিয়েছিল। এরপরেও ওই ঘটনার বার বাড় বাড়ন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই আজ আবার আমরা বালুরঘাট থানা দরখাস্ত হয়েছি।”

ওয়াকফ বিল নিয়ে ফুরফুরার পীরজাদারা পথে নামবেন

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: সোমবার ফুরফুরা শরীফে পীরসাহেব ও পীরজাদাদের একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি পাশ হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার জন্য মূলত এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী, পীরজাদা মেহরাব সিদ্দিকী, পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকী ও পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী সহ অনেকেই বলেন, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পীরজাদা তামিম সিদ্দিকী,পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী, পীরজাদা আম্মার সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা নাজমুস সিদ্দিকী, পীরজাদা কোয়হাফা সিদ্দিকী ও পীরজাদা সৈয়দ মাহতাব হোসেনদের মতামত হল এই বিল নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা। জানা গেছে এই বিলের বিরুদ্ধে পীর সাহেবদের এক ছাতার নীচে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতি চাষের

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: গভীর রাতে হঠাৎ ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে ক্ষতির মুখে চাষিরা। রবিবার মধ্যরাতে হঠাৎ করে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হতে দেখা যায় নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকায়। ফলে বোরো ধান চাষীরা ব্যাপক ভাবে ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন বলে বলে জানা গেছে। এদিন নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের শীতলগ্রাম এলাকার বান্দখালা, হাজারপুর সহ শীতলগ্রাম এলাকায় ব্যাপক ভাবে শিলাবৃষ্টির ফলে কাঁচ থোড় সহ শিশ ধানের ক্ষতি হয়েছে বলে দুশ্চিন্তায় চাষীরা। নলহাটি ২ নম্বর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সৌতক তরফদার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবল: শিরোপা-দৌড়ে কোন দল কোথায় দাঁড়িয়ে

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কাল হেরেছে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল লিভারপুল। লা লিগায় সর্বশেষ রাউন্ডে জিততে পারেনি শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে থাকা শীর্ষ দুই দল বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। সিরি ‘আ’র শীর্ষ দল ইন্টার মিলানও সর্বশেষ ম্যাচে জয় পায়নি। শিরোপাপ্রত্যাশীদের বাজে এক সপ্তাহে অবশ্য জিতেছে বুন্দেসলিগার এক নম্বর দল বায়ার্ন মিউনিখ। এ সপ্তাহেই ছয় ম্যাচ হাতে রেখে ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁ’তে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে পিএসজি। ফুলহামের কাছে সর্বশেষ ম্যাচে হারলেও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুল এখনো নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে। তবে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের অন্য দুটিতে শিরোপা লড়াই এখনো জমজমাট।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ (শীর্ষ পাঁচ) — Premier League

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
লিভারপুল	৩১	২২	৭	২	৭২/৩০	৭৩
আর্সেনাল	৩১	১৭	১১	৩	৫৬/২৬	৬২
নটিংহাম	৩১	১৭	৬	৮	৫১/৩৭	৫৭
চেলসি	৩১	১৫	৮	৮	৫৪/৩৭	৫২
ম্যান সিটি	৩১	১৫	৭	৯	৫৭/৪০	৫২

হোঁচট খেল লিভারপুল, প্রতিদ্বন্দ্বীরাও

সপ্তাহের প্রথম ম্যাচে আর্সেনালের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী লিভারপুলকে ১৪ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল এভারটন। ফুলহামের কাছে হেরে সুযোগটা নিতে পারেনি লিভারপুল। তবে এখনো আর্সেনালের চেয়ে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে থাকা লিভারপুলই

স্প্যানিশ লা লিগা (শীর্ষ পাঁচ) — LaLiga

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
বার্সেলোনা	৩০	২১	৪	৫	৮৩/২৯	৬৭
রিয়াল মাদ্রিদ	৩০	১৯	৬	৫	৬৩/৩১	৬৩
আতলেতিকো	৩০	১৭	৯	৪	৪৯/২৪	৬০
বিলবাও	৩০	১৪	১২	৪	৪৬/২৪	৫৪
ভিয়ারিয়াল	২৯	১৩	৯	৭	৫১/৩৯	৪৮

শিরোপা জয়ে অবিসংবাদিত ফেবারিট। চ্যাম্পিয়ন হতে শেষ সাত ম্যাচে ১১ পয়েন্ট দরকার দলটির। তবে আর্সেনাল যেভাবে ‘সাহায্য’ করে যাচ্ছে, তাতে এত পয়েন্ট না-ও লাগতে পারে আর্নে স্লটের দলের। শিরোপার লড়াইটা প্রায় একপেশে হয়ে গেলেও চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা পাওয়ার লড়াইটাকে জমজমাটই বলতে হয়। শীর্ষ তিন দল লিভারপুল, আর্সেনাল ও নটিংহাম ছাড়াও লড়াইয়ে আছে চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, অ্যাস্টন ভিলা ও নিউক্যাসল।

লড়াইটা এখন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের

কিছুদিন আগেও ত্রিমুখী শিরোপার লড়াই ছিল লা লিগায়। তবে হঠাৎই খেই হারিয়ে ফেলা আতলেতিকো মাদ্রিদ একটু পিছিয়ে পড়েছে। টানা তিন ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর পর অবশ্য এ সপ্তাহে জিতেছে আতলেতিকো। মাদ্রিদের আরেক ক্লাব রিয়াল এ সপ্তাহে হেরে গেছে ভ্যালেন্সিয়ার কাছে। তাতে বার্সেলোনা সুযোগ পেয়েছিল ৬ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু হান্সি ফ্লিকের দল রিয়াল বেতিসের সঙ্গে ড্র করায় বার্সা ও রিয়ালের ব্যবধান এখন ৪ পয়েন্টের। আগামী মাসের এল ক্লাসিকোই হয়তো নির্ধারণ করে দেবে কারা চ্যাম্পিয়ন হবে এবারের লা লিগায়।

ইন্টারের ঘাড়ে নাপোলির তপ্ত নিশ্বাস

সিরি ‘আ’তে লড়াইটা এখন দ্বিমুখী। ৩১ ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা ইন্টার মিলান সর্বশেষ ম্যাচে ড্র করেছে পার্মার সঙ্গে। এক ম্যাচ কম খেলে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা নাপোলি

ইতালিয়ান সিরি আ (শীর্ষ পাঁচ) — SERIE A

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
ইন্টার মিলান	৩১	২০	৮	৩	৬৯/৩০	৬৮
নাপোলি	৩০	১৯	৭	৪	৪৭/২৪	৬৪
আতালান্তা	৩১	১৭	৭	৭	৬৩/৩০	৫৮
বোলোনিয়া	৩০	১৫	১১	৪	৫০/৩৪	৫৬
জুভেন্টাস	৩১	১৪	১৪	৩	৪৭/২৯	৫৭

সুযোগটা নিতে পারে কি না, দেখার বিষয় সেটিই। আজ রাতে পয়েন্ট তালিকার চারে থাকা বোলোনিয়াকে হারালে ইন্টারের সঙ্গে ব্যবধানটা ১ পয়েন্টে নামিয়ে আনবে নাপোলি। ইতালিতেও চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইটা জমজমাট। সাত-আটটি দলের সুযোগ আছে ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নেওয়ার।

বায়ার্নই শীর্ষে, তবে..

জার্মান বুন্দেসলিগা পয়েন্ট তালিকা (শীর্ষ পাঁচ) — BUNDESLIGA

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
বায়ার্ন মিউনিখ	২৮	২১	৫	২	৮১/২৭	৬৮
লেভারকুসেন	২৮	১৮	৮	২	৬৩/৩৪	৬২
ফ্রাঙ্কফুর্ট	২৮	১৪	৬	৮	৫৫/৪২	৪৮
মাইনৎস	২৮	১৩	৭	৮	৪৬/৩২	৪৬
লাইপজিগ	২৮	১২	৯	৭	৪৪/৩৫	৪৫

ছয় ম্যাচ হাতে থাকতে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বায়ার লেভারকুসেনের চেয়ে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে বায়ার্ন মিউনিখ। টানা তিন ম্যাচে জিতে লেভারকুসেন অবশ্য ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে। তবে লাগামটা এখনো জার্মানির সবচেয়ে সফল ক্লাব বায়ার্নের হাতেই। শেষ ছয় ম্যাচের দুটিতে বায়ার্নের প্রতিপক্ষ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও লাইপজিগ। এই দুই বাধা পেরোতে পারলে বায়ার্নের হাতেই হয়তো উঠবে শিরোপা।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে জায়গা হারানো সিরাজ যোগ্য জবাব দিয়ে চলেছেন

আপনজন ডেস্ক: জন্মশহরে পুনর্জাগরণ! গত রাতে মোহাম্মদ সিরাজের বোলিং দেখার পর এ কথা বলাই যায়। নিজ শহর হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে কাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন সিরাজ। গুজরাট টাইটানসের এই পেসার ১৭ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ৯৭ ম্যাচের আইপিএল ক্যারিয়ারে এটাই তাঁর সেরা বোলিং। সিরাজের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের বার্তা দিয়ে আসা হায়দরাবাদকে ১৫২ রানে বেঁধে ফেলতে পেরেছে গুজরাট। পরে লক্ষ্যটা সফলভাবে তাড়া করেছে ২০ বল ও ৭ উইকেট বাকি রেখে। এ জয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে গুজরাট। বল হাতে ব্যবধান গড়ে দেওয়া সিরাজের হাতেই উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। ৩১ বছর বয়সী এই পেসার কাল পুরস্কার নিতে গিয়ে উগরে দিয়েছেন মনের দুঃখও। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি তাঁর। ব্যাপারটা শুরুর দিকে নাকি মেনে নিতে পারেননি তিনি, ‘আমি এটা হজম করতে পারছিলাম না। কিন্তু মনোবল ধরে রেখেছিলাম এবং ফিটনেস ও খেলায় উন্নতির জন্য কাজ করেছিলাম। বোলিং যেসব ভুল করতাম, সেসব নিয়েই বেশি কাজ করেছি। এখন নিজের বোলিং উপভোগ করছি।’

ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়া সিরাজ এবারের আইপিএলে নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ হিসেবে দেখছিলেন, ‘একজন পেশাদার (ক্রিকেটার) হিসেবে ভারতের হয়ে ধারাবাহিকভাবে খেলার পর যখন বাদ পড়বেন, তখন আপনার মনে সন্দেহ জাগবেই। কিন্তু নিজেকে আমি অনুপ্রাণিত করেছি এবং আইপিএলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।’ ঘরের মাঠে পরিবারের সদস্যরা কাল সিরাজের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন, যা তাঁকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করেছে, ‘নিজের মাঠে খেলতে নামলে বিশেষ অনুভূতি হয়। দর্শকদের ভিড়ে আমার পরিবারও ছিল। সেটাই আমাকে উৎসাহিত করেছে।’ ভারতের ১৯তম এবং সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে ২৬তম বোলার হিসেবে কাল আইপিএলে ১০০ উইকেটের মাইলফলকও ছুঁয়েছেন সিরাজ। ৯৮ উইকেট নিয়ে এ ম্যাচে খেলতে নামা পেসারের উইকেট এখন ১০২ টি। বছর দুয়েক ধরে বোলারদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে যাওয়া ট্রাভিস হেডকে প্রথম ওভারেই ফিরিয়েছেন। পাওয়ারপ্লেতে আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মাকে আউট করে ১০০ উইকেটে পৌঁছেছেন। শেষ দিকে বোলিংয়ে এসে নিয়েছেন আরও দুটি উইকেট। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে খেলেছে গুজরাট টাইটানস। গত বুধবারের সেই ম্যাচে ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন সিরাজ। সেদিনও হয়েছিলেন ম্যাচসেরা। মজার ব্যাপার হলো, হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু দুটিই সিরাজের সাবেক দল। ২০১৫ সালে আইপিএলে নিজের অভিষেক মৌসুম থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত খেলেছেন জন্মশহর হায়দরাবাদের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে। ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত খেলেছেন বেঙ্গালুরুতে। সর্বশেষ মেগা নিলামের আগে সিরাজকে ধরে রাখার সুযোগ থাকলেও তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল বেঙ্গালুরু। নিলামেও তাঁকে একবারের জন্যও ডাকেনি বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদ। চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ হাঁকডাকের পর সিরাজকে ১২ কোটি ২৫ লাখ টাকাতে কিনে নেয় গুজরাট টাইটানস। গুজরাটের জার্সিতে তিনি আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন সর্বশেষ দুই ম্যাচে সাবেক দুই দলের বিপক্ষে ম্যাচসেরা হয়ে। সিরাজ নিশ্চয় জবাবটা এভাবেই দিতে চেয়েছিলেন!

ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন তাসকিন-মুশফিকরা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে গোটা বিশ্ব। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ইসরায়েলের মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে চলছে বিক্ষোভ-সমাবেশ। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারাও।

বাংলাদেশের ক্রিকেটাররাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে ফিলিস্তিনের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন। দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে তাসকিন আহমেদ, মুশফিকুর রহিম এবং মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ এরই মধ্যে ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ পোস্টার পোস্ট করে ক্যাপশনে তাসকিন লিখেছেন, ‘একজন মানুষ ও মুসলমান হিসেবে আমি ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মানুষের পাশে আছি। শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবতার জয় হোক—এই প্রার্থনা।’

ফিলিস্তিনিদের জন্য আল্লাহর সহায়তা চেয়ে পোস্ট দিয়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম। ফিলিস্তিনের পতাকা পোস্ট দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘হে আল্লাহ নির্যাতিতদের সব জায়গায় সাহায্য করুন। হে আল্লাহ তাদের রক্ষক, সাহায্যকারী, সমর্থক এবং শক্তিদানকারী হোন।’

এর আগে গতকাল গাজায় হামলার একটি প্রতীকী ছবি পোস্ট করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন ক্রিকেটার মাহমুদউল্লাহ। কদিন আগে ওয়ানডেকেও বিদায় জানানো মাহমুদউল্লাহ লিখেছেন, ‘ইয়া আল্লাহ, দয়া করে সাহায্য করুন, সাহায্য করুন। হে করিম, হে রহমানুর রহিম, সাহায্য করুন, সাহায্য করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের রক্ষক। আপনি তাদের রক্ষা করুন এবং তাদের জয়ী করুন আমিন।’

আইএসএল: জামশেদপুরকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগান

আপনজন ডেস্ক: জেসন কামিন্স ও আপুইয়া রালতের দুরন্ত গোলে ফাইনালে পৌঁছে গেল মোহনবগান সুপার জায়েন্ট। দুই ক্ষেত্রেই প্রণয়ের ভুলে গোল পায় সবুজ-মেরুন। ফিরতি লেগে ঘরের মাঠে ২-০ গোলে জিতল মোহনবাগান। জেসন কামিন্স প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন প্রথমার্ধে। তবে গোল করতে ব্যর্থ হন। বারবার জামশেদপুরের শক্ত ডিফেন্সে আটকে যায় তাঁর প্রয়াস। কখনও অ্যালবিনো গোমস, কখনও আবার সৌরভ দাস। দুই প্রান্ত ধরে ক্রমাগত আক্রমণ করলেও গোল আসছিল না। ফলে উদ্বেগ বাড়তে থাকে মোহনবাগানের। লিস্টন কোলাসো কিছুটা অনভ্যস্ত জায়গায় খেলতে নেমে মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। বারবার বোঝা যাচ্ছিল মনবীর সিং-এর অভাব। আশিক কুনিয়ানকে দেখে কখনই মনে হয়নি তিনি পুরোপুরি ফিট। তবে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছেন। সেটাই একমাত্র আশার কথা মোহনবাগানের পক্ষে।

খেলার ৪৯ মিনিটে, বক্সের মধ্যে ফাউল করে বসেন জামশেদপুর ডিফেন্ডার। আর সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। সেই পেনাল্টি থেকেই গোল করে সবুজ মেরুনকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন জেসন কামিংস। তবে তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, এগ্রিগেট অনুযায়ী দুটি লেগ মিলিয়ে তখনও ফলাফল ২-২। ফলে, ফাইনালে যেতে গেলে আরও একটি গোলের প্রয়োজন ছিল তাদের আর সেই চেষ্টা জারি রেখেছিল মোলিনার ছেলেরা। কিন্তু কিছুতেই গোল আসছিল না। একটা সময় তো মনে হচ্ছিল, ম্যাচ কি তাহলে টাইব্রেকারে চলে যাবে। আর ঠিক তখনই যেন ম্যাজিক। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে, বাজিমাৎ করলেন আপুইয়া। তাঁর জয়সূচক গোলেই ফাইনালে পৌঁছে গেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড

যেন ম্যাজিক দেখালেন এই মিজো ফুটবলার। হাজার হাজার সবুজ মেরুন সমর্থকদের মন জিতে নিলেন হাসিমুখে। স্কিল এবং জাদু দিয়ে করলেন অনবদ্য এক গোল। আপুইয়ার দুর্দান্ত গোল, ভরসার দাম রাখলেন কোচের। যেন গোটা স্টেডিয়ামকে মাতিয়ে দিলেন তিনি। গোলের পরেই গ্যালারি শুরু করল গর্জন, ফাটল বাজিও। আর সবুজ মেরুন সমর্থকদের মধ্যে যেন মুক্ত বাতাস ছড়িয়ে দিয়েছেন আপুইয়া। তাঁর একক দক্ষতা এবং অসাধারণ গোলেই ফাইনালে মোহনবাগান। বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস চোখে পড়ল মোহনবাগান ডাগ আউটেও। লাফিয়ে উঠলেন মোলিনা। কোচিং স্টাফ এবং সহ খেলোয়াড়রা ছুটে গেলেন এবং ভালোবাসার আলিঙ্গনে জড়িয়ে নিলেন আপুইয়াকে। তারপর উল্লাস, উল্লাস আর উল্লাস। কেন মোহনবাগান ভারতসেরা? যেন নিজেরাই প্রমাণ দিচ্ছেন বারবার। শেষপর্যন্ত, জামশেদপুর এফসিকে ২-০ গোলে পরাজিত করে আইএসএল ফাইনালে মোহনবাগান। আর সেখানে প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি। দেখা যাক মোহনবাড়ান ফাইনালে সফল হতে পারে কিনা।

আইয়ারের জন্য প্রীতি কেন ২৬.৭৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন, ব্যাখ্যা দিলেন পন্টিং

আপনজন ডেস্ক: ক্যাপিটালসের সঙ্গে তুমুল লড়াই শেষে ২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে শ্রেয়াস আইয়ারকে দলে নেয় পাঞ্জাব কিংস। সৌদি আরবে আইপিএলের মেগা নিলামের সেই সময় অনেকেই বলাবলি করছিলেন—আইয়ারের জন্য কেন এত অর্থ খরচ করল প্রীতি জিনতার দল!

আইয়ার অসাধারণ এক ব্যাটসম্যান, এ নিয়ে কারও মনেই সন্দেহ থাকার কথা নয়। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত খেলা তিন ম্যাচে ১৫৯ গড়ে ২০৬.৪৯ স্ট্রাইক রেটে ১৫৯ রান করেছেন পাঞ্জাবের এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান।

এরপরও সেই প্রশ্ন উঠছে—আইয়ারের জন্য এত অর্থ খরচের কারণ আসলে কী?

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ রহস্য উন্মোচন করেছেন পাঞ্জাবের প্রধান কোচ রিকি পন্টিং। আইয়ারের পেছনে এত অর্থ খরচের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, ‘সে আত্মবিশ্বাসী একজন খেলোয়াড়, যে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়। ব্যাটিংয়ে নামার সময় তাকে আপনি দেখে থাকবেন, দর্প নিয়ে ব্যাট করতে নামে। কারণ, সে আত্মবিশ্বাসী। সে জানে, বিষয়গুলো একটু ঠিক রাখতে পারলেই সে আর ব্যর্থ হবে না।’

কলকাতাকে গত মৌসুমে আইপিএলের শিরোপা জেতানো অধিনায়ককে অবশ্য শুধু এ কারণেই এত দাম দিয়ে কেনেনি পাঞ্জাব। কারণ যে আরও আছে, সেটাও বলেছেন পন্টিং। এর আগেও আইয়ারের সঙ্গে আইপিএলে কাজ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক। ২০২০ সালে আইয়ার ছিলেন দিল্লির অধিনায়ক, পন্টিং কোচ। সে সময়ই আইয়ারকে ভালো লেগেছিল পন্টিংয়ের। কোচ আর অধিনায়কের রসায়ন মেলানোর জন্যই পাঞ্জাবেও আইয়ারকে পেতে চেয়েছেন পন্টিং, ‘আমি মনে করি না, একজন ফুটবল ম্যানেজারের মতো ক্রিকেট কোচ দলে প্রভাব ফেলে। আমি অধিনায়ক আর সিনিয়র খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিকল্পনা ভাগাভাগি করতে পছন্দ করি। এ কারণেই আমরা শ্রেয়াসকে চেয়েছি। আমি যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, তাদের মধ্যে অন্যতম সেরা খেলোয়াড়।’

শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বগুণ আর ব্যক্তিত্বের কারণেই পাঞ্জাব কিংস মেগা নিলামে তাঁকে পেতে এতটা মরিয়া ছিল বলেও জানান পন্টিং, ‘শ্রেয়াসের সঙ্গে আগে কাজ করার কারণে আমি জানি, সে দলে কী নিয়ে আসতে পারে—শান্ত ভাব, আত্মবিশ্বাস ও ধারাবাহিকতা।’ আইয়ারের নেতৃত্বে এবারের আইপিএলে তিন ম্যাচ খেলে দুটিতেই জিতেছে পাঞ্জাব।

সম্প্রীতি কাপ নবাবপুরে

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: বর্তমানে যখন বাংলার আকাশে বাতাসে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল, ঠিক তখনই সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে হাজির হল চন্ডীতলা ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল। চন্ডীতলা ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের পরিচালনায় চন্ডীতলা ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ মইদুল ইসলামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও হুগলি -শ্রীরামপুর সাংগাঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ আব্দুল জব্বারের অভিভাবকত্বে অনুষ্ঠিত হল দিবারাত্রি ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্প্রীতি কাপ নবাবপুর হাই মাদ্রাসার ফুটবল মাঠে। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী এবং অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ, উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা বিধানসভার বিধায়ক স্বাতী খন্দকার, যুবনেতা শুভদীপ মুখার্জি সহ বিশিষ্ট গুনীজন ব্যক্তিরা। এই মহতী অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রাণ ভোমরা হলেন চন্ডীতলা ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ মইদুল ইসলাম। এই সম্প্রীতি কাপে চ্যাম্পিয়ন হন অমর স্পোটিং ক্লাব মোল্লারচক এবং রানার্স খেতাব অর্জন করে সিংহ জোড় এস এইচ এম ইয়ং স্পোটিং ক্লাব।এই ফুটবল প্রতিযোগিতা কে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

খাড়িতে সম্প্রীতি গোল্ডকাপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো হলো সুন্দরবনে। রায়দিঘি থানার মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকের খাড়ি শ্রীনগরে দুদিনের সম্প্রীতি গোল্ড কাপ হয়ে গেল।শনিবার এই ফুটবল খেলার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, রায়দিঘির বিধায়ক ডাক্তার অলক জলদাতা, মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, সিরাজ উদ্দিন বৈদ্য,মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত সরকার,জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার, খেলা উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতি নূর মোহাম্মদ শেখ, মথুরাপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দ্বয় শাহানা শেখ,প্রতিমা ভূঁইয়া, বেঙ্গল এর খেলোয়াড় তথা মাইনোরিটি সেলের সভাপতি আব্দুল হাকিম মোল্লা, গীর্জার ফাদার, পুরোহিত সহ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গগণ। এ দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, সম্প্রীতি গোলকাপের পতাকা উত্তোলন করেন নূর মোহাম্মদ শেখ। মাঠের মাঝখানে প্রথমে ফানুস উড়িয়ে পরে ফুটবলে লাথি মেরে খেলার শুভ সূচনা করেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। সবাই একসাথে হাত মিলিয়ে একসাথে চলার বার্তা দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।এই খেলার মধ্যে দিয়ে সব ধর্মের মিলিত সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরা হলো। দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা ও কলকাতার নিউটাউন থেকে ১৬ টি দল এই ফুটবল খেলার অংশ নেন। রবিবার এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়।ফাইনালে অংশ নেয় সাউথ বিষ্ণুপুর ফুটবল ক্লাব ও বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাব। বিজয়ী হন সাউথ বিষ্ণুপুর ফুটবল ক্লাব এবং রানার্স হন বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাব।রবিবার রাতে বিজয়ী সাউথ বিষ্ণুপুর ফুটবল ক্লাবের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয় এবং রানার্স বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের হাতে ৭০ হাজার টাকার চেক ও রানার্স ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এদিন রানার্স ট্রফি নিতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক তথা বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিউর রহমান লস্কর, সভাপতি মলয় দাস সহ আরো অনেকে। দুদিনের এই খেলা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে বহু ফুটবল প্রেমী মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**